শাহ গাজী কালু গীতাভিনয়।

(প্রথম খণ্ড।)

গ্রন্থকার—

মহাম্মদ করিম বখ্‌শ।

শাহ গাজী কালু গীতাভিনয়।

(প্রথম খণ্ড।)

গ্রন্থকার—

মহাম্মদ করিম বখ্‌শ।

শাহ গাজীকালু গীতাভিনয়।

(প্রথম খণ্ড।)

মহাম্মদ করিমবখ্‌শ প্রণীত।

জৈয়নপুর—রাজসাহী।

১৩২৬।

প্রকাশক—
মহাম্মদ করিম বখ্‌শ।
সাং—জৈয়নপুর, রাজসাহী।

কলিকাতা,
১৭ নং লো য়ার চিৎপুর রোডস্থিত
নগেন্দ্র ষ্টিম্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে,
শ্রীবিমলাচরণ চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীএলাহী

স্মরণং গতী।

শ্রীযুক্ত

মোং

আপনি দয়াবান ব্যক্তি, তাই আপনার অনুগ্রহ ভরসায় আমার সাধারণ লিখিত, নামক বহিখানি মহোদয়ের সমীপে আশা করিয়া প্রেরণ করিলাম, স্বীয় মহৎ কৃপায় মাত্র ছাপান খরচ বাবৎ সাহায্য প্রেরিত লোক দ্বারা প্রদানে, চির আনন্দিত করিবেন, অধিক বাহুল্য। ইতি—তারিখ সন ১৩২৬ সাল।

অনুগত

মহাম্মদ করিম বখ্‌শ সর্দ্দার,

সাং—জৈয়নপুর।

আল্লাহ

রছুল।

শাহ গাজী কালু-গীতাভিনয়।

(প্রথম খণ্ড)

উপহার—

তুম্বক প্রহসন সহ।

——— :০: ———

(প্রথম সংস্করণ)

——০——

জৈয়নপুরনিবাসী

মহাম্মদ করিমবখ্‌শ সর্দ্দার কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

—০—

পোঃ ও ষ্টেঃ মহাদেবপুর, (রাজসাহী।)

নগেন্দ্র ষ্টিম্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,

১৭ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীবিমলাচরণ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩২৬ সাল।

মূল্য মায় মাশুল ১৲ এক টাকা মাত্র।

সূচনা।

মুসলমানি শাস্ত্রমতে গীতাভিনয় আদি লেখা কর্ত্তব্য নহে। ইতঃপূর্ব্বে কতিপয় কবি মুসলমানের বিষয় অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন। তাহাতে কেবল নাই শ্রেণীবদ্ধ উক্তিবাক্য এবং গীত। এই গীত লইয়াই মনে বিশেষ ধাঁধাঁ বাধিয়াছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাজ্‌নার সহিত আমার কোন কথা নাই। আরব্য ভাষায় সের পার্শী ভাষায় গজল, এগুলি কি গানের সামঞ্জস্য নহে? আমি মনে করি, বোধ হয় প্রত্যেক ভাষায় লোকের মনের সৎ বা অসৎ, সুখ দুঃখের বিষয় সুর করিয়া প্রকাশ করাকেই, গীত বলা যায়। সুর বা তাল লইয়া সমাজে আজকাল একটু ধোকার কারণও চলিতেছে। প্রকৃত পক্ষে সুর ছাড়া অনেক কার্য্যের উদ্ধার-সাধন বোধ হয়, হয় না. এ বিষয়ে সকল বক্তব্য প্রকাশ করা অসম্ভব; সুতরাং নিরস্ত হইলাম। ভাষায় মিল অমিল দেখাইয়া পাণ্ডিত্য দেখান ভিন্ন কথা, লোকে ক্রন্দন করিলে তাহাও নিশ্চয় ভাঙ্গা আভাঙ্গা কতিপয় সুরের মধ্যে আসিয়া পড়ে! যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত কেহই বোধ হয় মুসলমানি গীতাভিনয় লেখেন নাই, কিছুদিন পূর্ব্বে আমি মোছলেমের পুত্র সহিদ ও পুত্রহত্যা বা ছোহরাব বধ এই দুইটী গীতাভিনয় লিখিয়া প্রকাশ করায়, নানাকারণে কোন কোন লোকের টিটুকারী শুনিতে হইয়াছিল। জানি না এবার কি হইবে? মূল কথা, কেহ কেহ বিদ্যার যশঃপ্রভা দর্শাইতেও বই লিখিয়া থাকেন, কিন্তু সে আশা আমার আদৌ নাই, কারণ আমি লেখাপড়া জানি না।

যাহা কিছু গলৎভাবে শিখিয়াছি, সেই মতেই ইতঃপূর্ব্বে লিখিয়াছি ও লিখিলাম। এখন ইহা পাঠক মহোদয়দিগকে তিক্ত কি মিষ্ট লাগিবে তাহা বলিতে পারি না। ভাষার বা বর্ণের দোষ সংশোধনের জন্যও কয়েকটি কারণে কাহারও আশ্রয় লইতে সমর্থ হই নাই। এ জন্য পাঠক পাঠিকাগণ অধীনকে দয়া করিলে, ধন্য হইব।

এই গীতাভিনয়টী লিখিতে আমায় অনেক ভাবিতে হইয়াছে। কারণ ইতিহাস, এবং মৌলুবী আবদুল জব্বার সাহেবের গাজী ও (কলিকাতা দর্জ্জিপাড়ার ছাপা) গাজী বই দর্শনে বিষয়ের অনেক প্রভেদ দেখিতে পাইলাম। বটতলায় ছাপা বইগুলি এখন লোকের অনাদৃত, কিন্তু পূর্ব্বে উহাই আদরণীয় ছিল। যাহা হউক, গীতাভিনয় লিখিতে হইলে, আদৎ বিষয় মধ্যে ভাষা ভিন্নরূপ ও কিছু অলীক ঘটনা না লাগাইলে, গ্রন্থ প্রিয়কর হয় না; কাযেই তাহাও কিছু কিছু দিতে হইয়াছে। এইজন্যও সমাজে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। অবশেষে জগৎপিতা দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা, এই বই লিখার জন্য আমার কোন (গুনাহ) ঘটিলে, তিনি দয়া বিতরি যেন মাফ করেন, এবং আপনারাও এজন্য অধমকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। এক্ষণে আমার এই সামান্য বইখানি আপনাদের নিকট কিছুমাত্র দয়ার স্থান পাইলে, শ্রম সফল মনে করিয়া দ্বিতীয় খণ্ড লিখিবার প্রয়াস পাইব ইতি।

গ্রন্থকার।

হুয়াল গণি।

উৎসর্গ পত্র।

(রাজসাহি) নওগাঁর অধীন কীর্তিপুর গ্রামনিবাসী

বখেদ মতে জনাব আমানুল্লা মণ্ডল

নানাজী সাহেব বখেদ মতেষু।

নানাজী! আমার বাল্যাবস্থায় আপনি একবার আমাদের বাটী, জনাব (বাপ্‌জান্) জীবিত কালে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে আপনার সহিত এ পক্ষের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না, আপনি সেইজন্য তৎকালে (দয়াময় খোদাওন্দতাআলার) নিকট মনে মনে যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা যথাসময়ে পূর্ণ হইয়াছে, (বিষয়টী উভয়ের প্রাণেই গোপন রহিল)। যাহা হউক, এতাবৎ শ্বশুর-কুলের বান্ধবতার দায়গুলি আপনার উপর দিয়াই প্রায় শেষ হইতে চলিল। এ বিড়ম্বনা প্রথমে আপনার (ঐ) বাসনা করাটায় জটিল ভ্রম ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। অঃ! আমার চঞ্চল মন! অনর্থক কি বলিলাম! একে ভাঙ্গা কপাল, তাইতে কোন পারস্য মহাকবি বলিয়াছেন, (জবাঁরা গোশ মালিএ খামুশিদে, কে হাস্ত্ আজ্ হর্‌রচেগুয়ী খামুশিবে)। এক্ষণে দয়াময়ের কৃপায় আপনি আমার এবং আমার ছেলেদের প্রতি যে প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহার বিনিময়ে বিন্দুমাত্র কোন উপকার আমার দ্বারা

আপনার হইবার ভরসা নাই। খোদা আপনার মঙ্গল করুন। বর্ত্তমানে-আপনি প্রবীণ লোক, তাই এই সাবেক কালের "পিরগাজী কালুসাহেবদের" প্রথম বিষয় বইখানি, বাহুল্য মতে গীতাভিনয়রূপে লিখিয়া, আপনার যুগল-হস্তে ভক্তিস্বরূপ অর্পণ করিলাম। আশা করি, আপনার নিকট ইহা আদরণীয় হইবে। তাহা হইলেই আমি নিশ্চয় ধন্য হইব, আদাব ইতি।

আপনার অধম নাতিজামাই—

করিমবখশ।

গীতাভিনয়-উল্লেখিত

পাত্রগণ।

—o—

সাহসেকেন্দার	...	গৌড়ের বাদসাহ।
ঐ প্রধান উজির	বা	মন্ত্রী।
ঐ মোসাহেব	বা	বয়স্য।
কুমার দারাব বা গাজী	...	ঐ বাদসাহপুত্র।
কালু	...	ঐ পোষ্যপুত্র।

নকিব বা চোপদার, স্বর্ণকার, মজনু, জল্লাদ, কাঠুরিয়া, শীলা-বাহক, দরবেশ এবং দরবেশবালকত্রয় প্রভৃতি।

ঐ ঐ পাত্রীগণ।

—o—

অজিফানেছা	...	বাদসাহের বেগম বা রাণী।
গোল আফ্‌রোজ	...	ঐ ঐ কনিষ্ঠা রাজ্ঞী।
গওহরণ	...	বয়স্যের স্ত্রী।

(পরিচারিকা, কাঠুরিয়াণীগণ ইত্যাদি)।

শাহ গাজী কালু—গীতাভিনয়।

প্রস্তাবনা।

(গীত)

ভক্তি ভাবে ভজরে মন ভবেশ্বরের চরণ।
ভেবে না পাই অন্ত, অবিশ্রান্ত কর তাঁর আদেশ পালন॥
রাজপুত্র রাজ্য ত্যজি, হৈয়ে নামে উপাধি গাজী,
পিতা মাতায় পরিহরি, লইল দয়াময়ের শরণ॥
বলি এবে সেই ঘটনা, মনেতে আমার বাসনা,
করিম ভেবে এ করিম বলে, কর মম আশা পূরণ। (১)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মালদহ—গৌড়াধিপতির রাজপ্রাসাদ।

গান করিতে করিতে নকিব বা চোপ্‌দার আসিল।

(গীত)

আভি বাদশাকি দরবার লাগিবে।
এখন হুসিয়ারছে রহ লোক সবে॥
ফরিয়াদ নাগাও রাছ্ বাৎ কহ ছাফ-ছাফ,
দেখ আব ক্যায়ছা সব্ হোবেগা এন ছাফ,
কখন করিম ভেবে এ করিম যাবে॥ (২)

নকিব। ভাই সব হুঁসিয়ার হো যাও। আব বাদশাহ বাহাদুর আতি হেঁয়, আদব্ছে বাৎ কর, হামারে খাতা মাফ্ হো যায়, আব হাম রোখ ছোৎ হ্যাঁয়॥

প্রস্থান।

(বাদসাহ ও উজির আসিল।)

বাদসাহ। উজির! অদ্য কুমার দারাবের দ্বাদশ বাৎসরিক মাঙ্গলীয় উৎসবে, গরীব দুঃখী মিছ্কিনদেক যথারীতি ভোজন দান ইত্যাদি করান বিষয়, কোনপ্রকার ত্রুটী হয় নাই ত? এবং এই সঙ্গে আমার প্রস্তুতি স্বনামি জমি মাপিবার সেকেন্দারী গজ, প্রচার প্রচলন ব্যবস্থা ঠিক করা হয়েছে কি না, প্রভৃতি ব্যক্ত করে' আশু আমায় চিন্তান্তর কর।

উজির। জাঁহাপানা, অধীনের শত শত প্রণতি গ্রহণ করুন, (নমস্কার)। মহারাজের আদেশমত ভৃত্য যথাসাধ্য কর্ত্তব্য-পালনে বিলক্ষণরূপে তৎপর আছে, এ বিষয় কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তবে জানি না, দুরদৃষ্টবশতঃ কোন চাটুক ব্যক্তি-হুজুরের নিকট অধীনের দোশারক আনয়ন করিয়া, আমাকে লাঞ্ছিত না করে। বিশেষ, মহারাজের বয়স্য মহাশয় বাদসাহ বাহাদুরের প্রশ্রয়ে এক-কালীন ধরা শরার মত জ্ঞান করে, তাকে আমাদের কোন কথা বলা ত দূরের কথা, জাঁহাপানার ন্যায় তারও অধীনস্থ থাক্তে হয়।

বাদ। সচিবপ্রধান, ছেড়ে দাও ভাঁড়ের কথা। বয়স্যদের কাণ্ডজ্ঞানটা প্রায় রহস্যপূর্ণ, ঐ কথায় কথায় বলে—"যেমন তেমন চাকুরি দুধ ভাত্" তাই মনে কর, সুতরাং ওর বার্ত্তায় আমাদের রাগান্বিত হলে তামাশা দেখা হয় না। সে যাহা হউক, আমি যে আদেশ করেছি, সপ্তাহপর্য্যন্ত আমার গ্রামবাসীরা ও স্বজাতি-

র্বর্গ কেহ বাটীতে রান্না কর্ত্তে পার্ব্বে না। সকলেই আমার আমন্ত্রিত হয়ে এখানে এসে পান আহার কর্ব্বে, এবং কুলমহিলারা ও অন্য অন্য জাতীয়গণ তাহাদের খাইবার ব্যবস্থামত খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া যাইবে, তৎপর সাধ্যমত সকলেরই আবদার ও আবেদন পূর্ণ করিতে হইবে, কেমন? তাহা হয়েছে ত?

(বয়স্যর প্রবেশ।)

বয়স্য। কিছুই হয় নাই, জাঁহাপানা! কিছুই হয় নাই। আঃ নমস্কারটাও ভুল্‌লাম্ যে, মহারাজ! নমস্কার নমস্কার, (তথাকরণ)। জাঁহাপানা! ইহজগতে এক ব্যক্তির উপর কোন কার্য্যভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকাটা পদ্মপত্রের জলের ন্যায় মনে করি। (পেটে হাত বুলাইয়া) এই পেটের ধর্ম্মটাই প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু এর সঙ্গে যে লোকের নানাবিষয় আর্থিক আবেদনাদি পূর্ণ করাও একটী মহৎ ধর্ম্ম নয়, তাই বা কেমন করে বলি। যাক, বেশী বকে' লাভ কি, এখন নিজের মন্তব্যটা প্রকাশ করে বলে' ফেলি, হয় অদৃষ্টে জুটুক, না হয় যাটুক! শুনুন জাঁহাপানা! আমি যে আপনার অনুগ্রহে একটী সতীসাধ্বী কলাগাছের ভেলা রমণী, দ্বিতীয় পক্ষে গৃহলক্ষ্মীকে বিবাহ করে এনেছি, তাকে অদ্যাবধি এক জোড় অনন্ত গহনা দিতে পারিনি, সুতরাং হেসে কথা কওয়া ত দূরের কথা, সে কাছেও ঘেঁষে না! এজন্য মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে কিছু অর্থ প্রার্থনা করে' ত বিমুখ হ'য়েছি। সে ষোড়শী, আমি বৃদ্ধপ্রায়, এখন কোনমতে তার আবেদনগুলি রক্ষা কর্ত্তে পাল্লেও, তাকে হাঁড়িতে রাখ্‌তে পারি, নতুবা মহারাজ! আপনি এজন্য নিদয় হ'লে, ঐ অনন্ত দিতেই আমার অনন্ত ধাম দৃশ্য হবে, সন্দেহ নাই।

(গীত)

অন্ত না পাই ভেবে'।
অন্তিম বুঝি হয় দরশন ॥
কপাল কিবা কর্ম্মদোষে, কথাতে সকলেই রোষে,
বিধাতা বা কিবা দোষে না ঘটায় মরণ ॥
দায় অন্তে দায়ের ধাবন, না হ'ল কপালে বারণ,
চিরদিন এম্‌নি ধরণ, গেল অকারণ ॥
গৃহিণী ত চির সাঁথী, সে অনন্তে মহ অতি,
করিম ভেবে এ করিম বলে, অন্তিম চিন্ত অনুক্ষণ ॥ (৩)

বাদ। মন্ত্রি! পেলে ত বয়স্যর কথার মর্ম্মগুলি, এতে কি রাগ কর্ব্বে, না ক্ষমা কর্ব্বে, তাই বিবেচনা কর।

বয়স্য। রাজন্! মন্ত্রীদের রাগ চিরবিলীন, তা না হ'লে মহারাজদের রাজত্ব রক্ষা কঠিন হ'ত। মন্ত্রিবর্গ চির ধীর এবং ধার্ম্মিক। আবার সহধর্ম্মিণীরাও তৎপ্রকার প্রগাঢ় শান্ত মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন। সে জন্যও তাঁহারা শান্তিতে সুখী। বিশেষ বড় লোকদের ভার্য্যাগণের কোন বিষয়ে ক্রটী হয় না বলে, তাঁরা চির ধীর প্রশান্ত, নিয়ত প্রফুল্লমনে বিরাজ করেন, অতএব সংসারে শান্তিতে যাপিয়া থাকে, আর আমি হতভাগ্য, কাজেই আমার গৃহলক্ষীর কোন আবেদন পূর্ণ কর্ত্তে পারি না, সেই হেতু তার রুদ্রমূর্ত্তির অনর্গল কুভৎসন সন্তোষ মনে সহ্য কর্ত্তে বাধ্য হই। মহারাজ! প্রবাদ আছে যে, ভার্য্যার সহিত কর্ত্তার মিলনে স্বর্গের আদর্শ, আর অসম্মিলনে নরকের আদর্শ দৃশ্য হয়, কথাটা নিতান্ত হেয় নয় বলেই মনে করি। তা আমার নিজের গিন্নীর ব্যবহারেই বেশ টের পাচ্ছি।

উজির। আচ্ছা বিলক্ষণ, যথেষ্ট হ'য়েছে। মোসাহেব ভায়া! মাফ করুন: এই আমি আপনাকে সন্তুষ্টচিত্তে রাজসমীপে শতমুদ্রা যৌতুক প্রদান কর্লেম, (তথাকরণ)। আপনি এক্ষণে বিবি সাহেবের জন্য যা মনে ধরে প্রস্তুত কর্বেন, এখন কুমারকে আশীর্ব্বাদ দিয়ে বিদায় গ্রহণ কর্ত্তে পারেন।

বয়স্য। হাঃ হাঃ উজির সাহেব! একদম মন খুলে আশীর্ব্বাদ করি—সকলের মঙ্গলরূপে মন আশা পূর্ণ হউক। কিন্তু একটী কথা, গিন্নীর ত একরূপ যা হবার হল, এখন এ উদরের ব্যবস্থা কি কচ্ছেন, তাই শুন্‌তে চাই।

বাদ। সবই হবে, তোমায় কোনটায় নিরাশ হ'তে হবে না, এক্ষণে তোমার সতী সাধ্বীর জন্য ভাণ্ডারখানা হতে যাহা ইচ্ছা খাবার নিয়ে গৃহে গিয়া, মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করগে, কেমন হ'য়েছে ত?

বয়স্য। আজ্ঞা তা মহারাজের অনুগ্রহে অবশ্য অবশ্য, এক্ষণে আসি মহারাজ! নমস্কার। (তথাকরণ)। (প্রস্থান।)

বাদ। উজির! আর বিলম্ব করা নহে, এখনই কার্য্যস্থানে সত্বর গিয়ে যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করগে, সাবধান যেন কিছুমাত্র কোন বিষয়ে ত্রুটী না হয়।

উজির। যে আজ্ঞে মহারাজ! এই মাত্র দাস নমস্কার করে বিদায় গ্রহণ কচ্ছে। (তথাকরণ)। (প্রস্থান।)

বাদ। আমিও ছদ্মবেশে একটু অন্তরাল হ'তে দেখি, কে কি ভাবে কার্য্য সমাধা করে। (প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(বয়স্যর বাটী।)

গোল। বুড়র সঙ্গে বিবাহ করে কি ঝক্‌মারি করেছি হায়! মনে করেছিলেম, বাদসাহের মোছাহেব, কত আহ্লাদেই থাক্‌ব, গা'ভরা জরাও-গহনায় গাত্র দর্শন হবে না। ওমা! গহনা ত দূরের-কথা, আজ দুমাসকাল একগাছি অনন্ত পর্য্যন্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে না। নামে গগন ফাটে, হাঁড়ি পাতিল কুকুরে চাটে! দেখি, আজকেকার কড়ারের কি হয়। একটু এগিয়ে গিয়ে আদর ক'রে ডেকে দেখি। হয়ত বৈঠকখানায় বসে আমার জন্যই ভাবুছে। একটু এগিয়ে দেখি (অগ্রসর)। বলি—অ…অ…কর্ত্তা।

(মোছাহেবের মিষ্টান্নপাত্রহস্তে প্রবেশ)।

মোঃ। কি…ই…ই…কুত্তি! আজ সব হয়েছে, সব এনেছি।

গোল। মুখে দিতে হয় ঝাঁটা! ডাকের উত্তর শুনে প্রাণ গলে' গেল! আমার অনন্তর কি অন্ত কর্লে তাই বল। তৎপর অন্য কথা।

(গীত)

কেবল কথাই তোমার সার।
ঐ মিষ্ট দেখে তুষ্ট হ'য়ে ভুল্‌ব না যে আর॥
আশা বড় ছিল মনে, চাব যা পাব অথনে,
করিম ভেবে করিম বলে যোটে কি সবার॥ (৪)

মোঃ। আঃ! প্রথমেই ত বলেছি যে আজ সব শেষ করেছি, অহ উজিরসাহেব তোমার জন্য একদম্ শতমুদ্রা অনন্তর কারণ

দিয়েছেন। তা উহা প্রস্তুত করিবার জন্য এইমাত্র স্বর্ণকারকে দিয়ে এলেম। সে আগামী কল্যই দিবে, সেজন্য নিশ্চিন্ত হও। কল্য যে অনন্ত তোমার দুইবাহুতে দ্বিগুণ শোভা বৰ্দ্ধন কর্ব্বে, তা অনিবাৰ্য্য। এক্ষণে এই যে মিষ্টান্নগুলি দেখ্‌চ, এর মধ্যে সৰ্ব্বপ্ৰধান ছানায় প্রস্তুত এই যে গোল্লা, এটা নেহাএৎ শরীরপোষণ ও কান্তিকারক, (গলাধঃকরণ)। আর এই যে জোড়া জোড়া মণ্ডা, এটাও অবশ্যই রসনার সাধবৃদ্ধিকারক (গলাধঃকরণ)। আর এই যে সুগন্ধি তাম্বুল প্রস্তুত দেখ্‌চ, এটা তোমারই ওষ্ঠের সৌন্দৰ্য্য-বৃদ্ধিকারক, (চর্ব্বণ) কি বল?

গোল। তা সবই দেখ্‌চি, কথার ছলে সবই পেটে তুল্‌ছ। আমি অমনেও ফাঁকি, অনন্তেও ফাঁকি। যাক্, আমার মুহরনা চুকিয়ে দাও, তার পর যা ইচ্ছা তাই কর্ব্ব, বাজে কথায় দরকার নাই।

মোঃ। কি বল, সোণামণি! অভাবেই কি স্বভাব নষ্ট কর্ব্বে? তুমি ত আমার হাজার মুহরের শিরোমণি, সুতরাং আবার মুহর কি হবে? কাল তুমি অনন্ত না পেলে, আমার পৃষ্ঠে নিশ্চয় আবার সেই দিনের ন্যায় শতমুখী বর্ষণ ক'র। কেমন? এখন ত হ'য়েছে? এই মিষ্টান্নের পাত্রটী আগে ধর।

গোল। (মিষ্টান্নপাত্র লইয়া) আচ্ছা দেখি কালকের দিন, তার পর সব ঠিক্ হবে। (বেগে প্রস্থান।)

মোঃ। ঐ যাঃ! শোন শোন থুব্বি থুব্বি, এমন রূঢ় স্বভাব কল্লে মনে শান্তি পাব কেন? এরাকেটু বেরাকেটু তেরাকেটু তা, এতই তোমার পায়ে তা! মায়ের নাম পাৰ্ব্বতী, বাপের নাম রামা, সুখে খেতে দুঃখে মল, বলে গেল ধামা! এখুনি তুক্কা ঝেড়ে দেখ বাবা, লাটখেয়ে ঘুরে এসে পা ধরবে। তখন সাধলেও অ'র

কথা বলব না। কাগজ কাটকে গুড্ডি বানকে উড়ে পবনক্রে ছাথ, ক্যায়া করেগা পবন বেটা ডুরি মেরা হাত! তাই, অনন্ত এখন হাতেই আছে। ঐ যে বাহিরে কে ডাক্‌ছে, শুনি। (অগ্রসর।)

(স্বর্ণকারের প্রবেশ।)

স্বর্ণ। আসুন মোছাহেব মহাশয়! আপনায় অনেকক্ষণ ভর ডাক্‌ছি, দেহেন আমরা ব্যবসীক, বিলম্ব কল্লে ক্ষতি হয়, এই আপনার অনন্ত জোড়া লন। (অনন্ত দেওয়া)।

মোঃ। (অনন্ত গ্রহণ)। বাঃ! বেশ সুন্দর গঠন হয়েছে। কিন্তু আপ্‌নি হাঙ্গর মুখ কেন করেছেন, আমরা মুসলমান, মূর্ত্তিটা দেহে রাখা ঠিক নয়, এখনই বদ্‌লে দেন। গঠন কিন্তু সুন্দর হয়েছে। এখন কর্ত্তীর মনে ধর্‌লে হয়।

স্বর্ণ। গঠন ভাল হবেনা, কয়েন কি কথা, আমরা ডাকার ব্যবসিক প্রায় কার্য্য মেশিনেই কৈরা থাকি, রশান কশান এমনি দিছি, কষ্টিপাথরে দেহেনগে. এখন বিবিসাহেবারে দেন, তিনি যদি না লন, বদ্‌লে দিমু।

মোঃ। আচ্ছা সেও ভাল কথা, রোজন ত গোল হবেনা, জলের মাফ দিলেও হবে, আপনি তবে হিসাবটা বাকি লিখে বিদায় হন।

স্বর্ণ। আচ্ছা হিসাব বাকি জন্য ভয় নাই, এই আমি চলাম, আপনি অন্তঃপুরে যান। (প্রস্থান।)

মোঃ। দেখি গিন্নিকে এখন আদর কর্ত্তেই দুই ঘণ্টা যাবে, তারপর অনন্ত পরাব, আহার কর্ব্ব। তবে সেই শেষ বেলা বাদসাহ বাহাদুর নিকট যাব।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

বাদসাহের রাজপ্রাসাদের সম্মুখ রাস্তা।

অতিথিশালার একপার্শ্বে একজন দরবেশ ও মজনু আসিল।

দরবেশ। বৎস যা বলি তা ধীরচিত্তে শোন।

মজনু। বৎস যা বলি তা ধীরচিত্তে শোন।

দর। আহাঃ শান্ত হও শান্ত হও।

মজ। আহাঃ শান্ত হও শান্ত হও।

দর। ছিঃ ছিঃ ঐ ভাবে কথা বল্লে চলবেনা, আগে কি বলি শোন, তারপর উত্তর ক'র।

মজ। এই ত গণ্ডগোলে ফেল্লে বাবা, আচ্ছা গুরু, তোমার কথা দুটা কেন দেখ্‌চি বাপু, এই বল্লে আমি যা বলি তাই বল, যা করি তাই কর, যে ভাবে চলি সেই ভাবে চল, আমিও তাই কর্চ্ছি। আবার প্রতিবাদ কেন, ব্যাপারটা কি খুলে ব'লে ফেল, তোমার মতলব ঠিক নয়, থেকে থেকে পাগলামী চাল আন কি ক'রে, তুমি তত্ত্ব-বিচারক লোক বলে মনে প্রবোধ দেয়, তাইতে ভক্তি করি, দয়া করে ঠিক কথা ব'ল।

দর। বৎস, ঠিক পাগল হ'তে পার্লে কোনই গণ্ডগোল থাকেনা, আমি তোমায় বাহ্যিক ধর্ম্ম বিষয় অনেক কথা বলেছি। কিন্তু আভ্যন্তরিক আত্মতত্ত্ব বিষয় তোমায় বলিবার এখনও পরীক্ষার জন্য বিলম্ব আছে, সে তত্ত্ব পেলে মহানন্দে বিভোর হবে, অগ্রে আদেশ মত কার্য্য শেষ কর। তারপর সে আনন্দ বার্ত্তা শ্রবণে নিশ্চয় ধন্য হবে।

মজনু। আর আনন্দ চাইনা গুরু। এমনই বেশ নিরানন্দে পড়েছি। বাদসার বাটীর ভরদিন অমন পাকা খাওয়াটা, রোজা

রাখতে ব'লে সব মাটী ক'রে ফেল্লে, শরীর সর্ব্বক্ষণ পবিত্র রাখতে রজু করার জন্য সার্ট, কামিজ, টেনিজ, বুট, সব ছেড়ে তোমার কথা মতে মাত্র এই ঢিলে পাঞ্জাবি সার করেছি। আবার এরপর ভরদিন উপবাস দিয়ে, সারারাত্রিটাই জেগে, দয়াময়ের নাম আন্তরিক জাপ করা আমার সাধ্য নয় বাবা, মাফ কর গুরু, পারবনা, খোলা খালী আগেই পষ্ট কথা।

দর। বৎস একটু ধীর হও, আমার বাক্য মত কার্য্য কর, হুকালেই সুখ শান্তি ভোগ ক'রবে।

মজ। আজ্ঞে।

দর। যদি মনস্থির পূর্ব্বক পুণ্য-পথে ধাবিত না হও, তবে নিশ্চয় মনোরথ সফল না হ'য়ে হুকালেই অশান্তি ভোগ করবে সন্দেহ নাই।

মজ। আজ্ঞে—হাঁ হাঁ।

দরবেশ। (সুরে) আয়ু সূর্য্য অস্ত যায়রে মন। সেই ভীষণ * পুলের পার যাইতে কর সবায় উপার্জ্জন।

মজ। ঐ জুড়্‌ল আখেরের পালা, আর কতই বা শুনব। তা যাক্ গুরু, তুমি যে পষ্ট বল, একমনে দয়াময়কে চিন্তা কর্ত্তে হবে। তা পারি কৈ, এর করি কি, আদৌ যে মনটা স্থির থাকেনা, কেবল ছটফট ছটফট। আমি পড়ি নমাজ, আমার মন যায় হাট বাজারে। থাকৃতে চাই রোজা, ক্ষুধায় করে জোর। ধিয়ান করি দয়াময়ে, চিন্তায় ফিরায় মন। আচ্ছা বল দেখি, এগুলি বাঁধ্‌বার কি তুমি হেতু জান?

দরবেশ। কি করে বলব বৎস! জান্‌তে পারি, দয়াময়ের এমন

* পুলছেরাৎ।

সুধামাখা মনোরম নাম আছে, যে তা পবিত্র দেহে ভক্তির সহিত বিশ্বাসরূপে নিয়ম মতে স্মরণ কর্লেইমাত্র ক্ষুধা তৃষ্ণা সবই দূর হ'য়ে দেহ মন অতীব সুন্দর মতে সুস্থির হয়।

মজ। অনেক কথা বলে ফেল্লে বাপু। আচ্ছা যদি তাই সত্য হয়, তবে সে নাম বল্‌তে এত কৃপণতা কর কেন? এত ভাঁড়ানের দরকার কি? মিছেমিছে ভোগা দিয়ে পরীক্ষা লও, আমারি ইমানটাই নরম করে ফেল্লে দেখ্‌চি। এমনই দুনিয়াদারির পারিবারিক নানাচিন্তায় মাথাটা ভোঁ ভোঁ করে ঘুচ্ছে, তাতে আবার তুমি সেকালের চিন্তা বর্ণন কচ্ছ। গুরু, তুমি দেখ্‌চি মনযাচা লোক, লোকের পরীক্ষা নিয়ে কাজ কর। আমি বাবা পেটে কথা রাখ্‌তে পারিনা, পেট ভুড় ভুড় করে ফুলে উঠে, তাই সব বলে ফেল্লেম, ভাল কথা জানিনা, ঘাট হয় মাফ কর, বাদসার ছেলে দারাব, সেও তোমার পিছা নিয়েছে, তুমি সহজ লোক নও বাবা! তা আমি বেশ বুঝেছি, লোকে কথায় বলে, 'এমনই গুরু ভজি মাথে, ঢাকনা ঘুচায় দেখি হাতে', আচ্ছা তাই বলি বাবা, এই তোমার পায়ে পড়ি, (তথাকরণ) আমার অপরাধ ক্ষমা ক'রে, মনের আঁধার দূর করিবার পন্থাটা প্রয়োগ কর।

দর। (উঠাইয়া) বৎস মজনু! তোমায় যখন ভাল বেসেছি, তখন তোমার কথায় রাগ করে হেলা কর্‌বনা, শোন বৎস!—তোমায় যে পন্থায় চলাচল কর্ত্তে বলেছি, আশু সেই মতেই কিছুদিন তৎপর থাক, আশীর্ব্বাদ করি এরপর দয়াময়ের কৃপায় তোমার বাসনা পূর্ণ হবে। এক্ষণে যাও বৎস! আমি কার্য্যান্তরে গমন করি।

মজ। চল্ল মজনু, তোমারই কথায় মনে রেখ গুরু। অন্দা

পথেই মন বাঁধিলাম বারেক মনে কর॥ (নৃত্যভঙ্গ, ধিন্তা ধিনা গুরু বিনা। ঘুচে কি মনের আনাগোনা॥)

(উভয়ের প্রস্থান)।

দরবেশ ও দরবেশবালক তিনজন সঙ্গে কুমার দারাবের কীর্ত্তন করিতে করিতে অতিথিশালায় প্রবেশ।

কীর্ত্তন-গীত।

দয়াময়ে সাধ মন, কর তাঁর আদেশ পালন।
হবে মুক্তি দেহে চুক্তি পাবে সুন্দর নিকেতন॥
শেষ দিনে সবারি, রছুল হবেন কাণ্ডারী।
করিম ভেবে এ করিম বলে, ঐ আশায় আছি মগন॥ (৫)

দরবেশ। বৎস দারাব! তুমি রাজপুত্র, তোমার রাজত্ব করা প্রজাপালনে তৎপর হওয়া দুনিয়ার মাতব্বরিতে দৃষ্টি করা ইত্যাদি তোমার নীতিকার্য্য। আমাদের এই পথ জটিল, এবং পরিচ্ছদ ঐ রাজবসনের পরিবর্ত্তে এই জীর্ণ শীর্ণ ধবল খিলকে মাত্র, ইহা তোমার শোভাকর নহে। তাই বলি বৎস কুমার! তুমি এই বেলা আমাদের আশা পরিত্যাগ করে রাজপ্রাসাদে পিতামাতার নিকট গমন কর, তবে তোমায় যে আমি ঐশ্বরিক কিছু গুপ্ততত্ত্ব বিষয়ক বার্ত্তা ঈষৎ বলেছি, তা যদি নিতান্তই তোমার সে পথে আকাঙ্ক্ষা জন্মে থাকে, তবে সময়ান্তরে তার প্রয়াস করিও, এক্ষণে বৎস নিজভবনে গমন করতঃ পিতৃ আদেশ রক্ষা করগে।

দারাব। (করজোড়ে) গুরু, আপনি কি বালক জ্ঞানে হতভাগ্যকে একখণ্ড কাচ বিনিময়ে হীরকে বঞ্চিত করার পরামর্শ দিচ্ছেন। তা কখনই হবেনা, পিতামাতা, কে কার পিতামাতা, তুচ্ছ এই রাজবসন যাহা চিরসঙ্গী নহে, সংসারে মায়াক্ষেত্রে বা পৃথিবীর

নিয়ম মতে জীব সকল সম্বন্ধ গ্রহণে ভবে কিছুকাল জন্য অবস্থিতি করিয়া, ধাতার ইচ্ছায় আপন আপন ফলাফল ভোগাভোগ করে, তৎপর সেই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বগুরু আদৎপিতার নিয়ম বিধানে সমস্ত জীব মায়া সম্বন্ধ ত্যাগ করতঃ কায়া বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। জীবের গতি লইয়া পরম পিতার সহিত যে চির সম্বন্ধ, তাতে আমি জ্ঞানান্ধ, সুতরাং তাই বলি গুরু, (পদধারণ) দেহান্তেং ঐ জীবের কি প্রকারে চির গতি মুক্তি হবে, সেই পথ অধীনকে দর্শিত করুন, মহাত্মন্ নরাধমকে পদে ঠেলিবেন না এই আমার শেষ ভিক্ষা রক্ষা করুন।

গীত।

গুরু ধরি শ্রীপদে পথ প্রদর্শিতে করুণা কর বিতরি।
আমি মোহ অন্ধ জ্ঞানে ধন্ধ তাই তোমার ভিখারী॥
আমি পথ ভ্রান্ত তব আজ্ঞাকারী,
পিতামাতা কেউ নয় কাহার সব দেখি অসারি॥
এই রাজ্য সম্পদ, নহে নিরাপদ,
বিপদ আপদ সুপদ ছেড়ে যেতে হবে মরি॥
আমি নিজ মহত্ত্ব, না পাই তত্ত্ব,
করিম ভেবে এ করিম বলে ঐ তত্ত্বে হও বিচারী॥ (৬)

১ম দর বালক। গুরুদেব! রাজপুত্রকে ঔষধে ধরেছে, আর ক্রিয়া না করে ছাড়বে কেন, এখন আর ছাড়িবার পাত্র নন, আজ কুমারের রাজ্যাভিষেক দিন তা অবহেলায় কুমার মহৎ পথের পথিক, ধন্য বিধাতার দয়ার প্রদর্শন এ লীলা-খেলা, দেখি ব্যাপার কি হয়।

২য় দর বালক। আমার বেশ মনে সাক্ষ্য দিচ্ছে, স্বল্পদিন মধ্যে যে কুমার দ্বারাবুদ্ধিন একজন সাধক সিদ্ধ পুরুষ হবেন, তার অুন্র

সন্দেহ নাই। বিশেষ আরও দেখেছি, দয়াময়ের কৃপায় বাদশাহের পালক-পুত্র কালুমিঞাও একটী ধার্ম্মিক বালক, এবং দারাবের সহযোগী, তাই মনে কচ্ছি সেও হয় ত এ পন্থা ত্যজ্য করবে না, এদের দ্বারা যে অনেক লোক আত্মজ্ঞানে ভূষিত হবেন সন্দেহ নাই।

৩য় দর বালক। আমিও ভাই, সেই মনে কচ্ছি। অতএব আমরা আশীর্ব্বাদ করি, কুমারের বাসনা এবং ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। অতএব গুরু, আপনি শুভদিন দর্শনে সেও কৃপায় কুমারকে দীক্ষিত করুন, এক্ষণে আমরা কার্য্যান্তরে সেই মজনুর নিকট গমন করি।

(দরবেশ বালকত্রয়ের প্রস্থান)।

দরবেশ। বৎস! আমিও তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, মঙ্গলময়ের কৃপায় তোমার সর্ব্বত্র মঙ্গলরূপে আকিঞ্চন পূর্ণিত হউক। এক্ষণে শ্রবণ কর, তুমি আগামী বৃহস্পতিবার দিবা গত রজনীতে নিশীথ সময়, দেহ পবিত্ররূপে অতি গোপনে কোন প্রকারে, পাণ্ডুয়া পীরসাহেবের মাজার সরিফে আমার সহিত দেখা করবে, সেই সময় তোমার বাঞ্ছা পথে দণ্ডায়মান হইবার পন্থা বলিব, শোন বৎস! সাবধান, এই পথে পদে পদে কণ্টক আছে, সেই সকল বিপদক্ষেত্র দয়াময়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা, ঐ সময় যেন কুত্রাপি অন্তর হ'তে দয়াময়কে বিস্মৃত হইও না, তা হলেই সহজে কার্য্য সিদ্ধ কর্ত্তে পারবে। অতএব যাও বৎস, মাতাপিতা ও ধাতার এক-চতুর্থ আংশিকান্তর বাক্তি, তাদিকেও আন্তরিক দৃঢ় ভক্তি করে নিজকার্য্যে অগ্রসর হইও। এক্ষণে আমি আসি, অদ্য হইতে তুমি আমার নিকট গাজী নামে অভিহিত হইবে।

দারাব। যে আজ্ঞা গুরু! দাস কৃতার্থ হ'ল, এক্ষণে পদচুম্বন প্রদান দিয়া বিদায় গ্রহণ করুন।

(হস্তদ্বারা পদচুম্বন)

দরবেশ। আশীষ করি, সত্বর মনোরথ সফল হউক এবং ধরার লোকদিকে তুমি আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দিয়া জ্ঞানী করিতে সত্ত্বগুণে সমর্থ হও, এক্ষণে আসি বৎস।

(উভয়ের প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য।

বাদসাহের আগার, রাজদরবারখানা।

বাদসাহ ও উজির আসিল।

বাদসাহ। উজির! বড়ই আক্ষেপের বিষয়, আমার প্রথম পুত্র গেয়াসুদ্দিন জুলহাউস্ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ার পর, এক মাত্র দারাবেরই আশায় প্রাণকে সামর্থিত ক'রেছিলাম, তা আজ আমার সে আশা অতল জলধিজলে নিমজ্জিত হ'য়েছে। কোথায় দারাবকে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট দর্শনে ধন্য হব, না আজ বৎস আমার সংসারবিরাগী নবীন বয়সে সন্ন্যাসী হবে। বল মন্ত্রী, কে আমার এই সাধে বাদ সাধিয়ে নৈরাশ কর্লে।

গীত।

আশার শেষ এত দিনে হ'ল যে আমার।
পুত্র হ'য়ে দারাব এবার হৃদয় শূন্য করিল সার॥
আশা পুষেছিলাম মনে, দিয়ে পুত্রে সিংহাসনে,
(দেখিব নয়নে—)
করিম ভেবে এ করিম বলে, এই লীলাখেলা জগতে তাঁর॥ (৭)

উজির। মহীপাল! ধৈর্য্য ধরুন, কুমারকে আমরা সকলেই যথারীতি সংসার পথে আকৃষ্ট করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা কর্চ্ছি। যত্নে কি না হয় মহারাজ, বিশেষ আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন না কর্লে, বেগম মাতা নিশ্চয় শোকে দ্বিগুণ অনুতাপিত হবেন, আপনার আদেশে কুমারকে বন্দীখানায় রেখে মৃদুভাবে ত্রাসিত করাও হচ্ছে, কুমার বিদ্বান্ এবং ধার্ম্মিক, তিনি কি আপনার আদেশ একবারেই বর্জ্জন কর্ব্বেন। দেখা যাউক, কি হয়। তবে কিনা কথা এই, কুমার মহৎ পথের পথিক হ'তে বর্ত্তমানে :ধাবিত হয়েছেন, তাহা আপনি উপস্থিত সময় নয় বলিলেও এককালে উপেক্ষা করা শ্রেয় নয়। রাজন্! যে ব্যক্তি ধাতার ধিয়ানে বদ্ধ, তার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করা কার সাধ্য মহারাজ!

বাদ। জানি মন্ত্রি, সব জানি। তা হলে বর্ত্তমানে আমার আশা সফল হ'ল কৈ? যাহউক তোমরা চেষ্টা কর, আর যাই কর, আমার মন বলছে, তোমরা দারাবের মন কেউ ফেরাতে পার্ব্বে না। তা না হলে (সগর্ব্বে) কাহারও কোন কথা রাখব না, এবং পুত্রবাতিবার্ত্তা ধরায় জেন্ত রাখতে দ্বিধা বোধ কর্ব্বনা। পুত্র হ'য়ে পিতৃবাক্য অবহেলা, বাদসাহ-পুত্রের এই বুদ্ধি? তাহলে আমার এই চিত্রে সংসারে অনেকের পুত্র এই মত হবে; অতএব এর যৎপরোনাস্তি প্রতিবিধান হওয়া কর্ত্তব্য, তাই বলি যাও, অদ্য হ'তে সপ্তাহ সময় রইল, এর মধ্যে হয় কুমারের সিংহাসন আরূঢ় হওয়া ঠিক কর, না হয় তার সংসার-লীলা বিসর্জ্জন দিতে সকলে প্রস্তুত হও। আরও একটী কথা -অদ্য হ'তে যেন কালুমিয়া কোনপ্রকারে দারাবকে সাক্ষাৎ না পায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রেখ।

(প্রস্থান।)

উজির। যে আজ্ঞে মহারাজ! কুমার আজ কয়দিন শৃঙ্খলা-বদ্ধভাবে কারাবাসে অবস্থিতি কর্চ্ছি, আমরা যতই তাঁকে সংসারী কর্ত্তে চেষ্টা যত্ন ও ভয় প্রদর্শন কর্চ্ছি, কার্য্যে কিছুই হচ্ছে না, তিনি ধীর, স্থির, অটল এবং সেই এক কথা। বাদসাহ ক্রমে মনঃকষ্টে রাগান্বিত হচ্ছেন ব্যাপার যে কি দাঁড়াবে, দয়াময় জানেন। রাজপুষ্য-পুত্র কালুমিয়া তিনিও দেখি আন্তরিক ঐ পথিক, যেদিন পাণ্ডুয়া পীরস্থান হ'তে কুমারকে আঁনা হ'য়েছে, তদবধি তিনি এককালীন উদাসীন, এবং ধাতার ধিয়ানে ধীর, প্রায় বাহজ্ঞানশূন্যবৎ। দেখি, এবার শেষ পুনঃ চেষ্টায় কি কর্ত্তে পারি। (প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজ অন্তঃপুর।

বাদসাহ ও বেগম (অজিফান) আসিল।

বেগম। (বাদশাহের পা ধরিয়া)

পদে ধরি রাখ নাথ কিঙ্করীর কথা।
দারাবেরে আর ব্যথা নাহি দাও মনে॥
এক বিনা নাহি পুত্র কন্যাও আমার।
কেনবা এ দাসীরে নিদয় হলে তুমি॥
বিশ্বপ্রভু সাধনেতে চলেছে কুমার।
রাজ সিংহাসনে তার বাঞ্ছা নাহি মনে॥
কেন প্রভু অনাচারে বধিবে কুমারে।
পুত্রহন্তা বার্ত্তা ভবে রবে চিরকাল॥
বাঁচাও বাছা মোর রাখ দাসীর কথা।
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কর নাক কভু॥

বাদ। বুঝিলাম সার এবে মনোগত ভাব।
রাজমাতা হ'তে সাধ নাহি রাণী মনে।
তাই বুঝি মাতাপুত্রে হ'য়ে এক মন।
দহিতে আমার সাধ ধরিয়াছ চিতে॥
স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী এরে বলে সতি।
ভু ফোটা চক্ষের জলে ভুলিবনা কভু।
বেগ। ছোটরাণী পুত্র তরে দাও সিংহাসন।
বাদ। মনোগত ভাব মোর কে করে বারণ॥
বেগ। তুমি বিনা এ দাসীর কে রাখিবে কথা।
বাদ। অযথা বলিয়া কেন প্রাণে পাও ব্যথা॥
বেগ। পিতা হ'য়ে পুত্রনাশ কেবা করে প্রভু।
বাদ। আদেশ হেলনে ইহা ঘটাইছে বিভু॥
বেগ। তাহলে পুত্র সহ বধহ আমারে।
বাদ। পূর্ণিত হইলে আয়ু কে রক্ষে কাহারে॥

বেগম। এতদিনে জান্‌লেম দাসীর কপাল ভেঙ্গেছে। আমার গেয়াসুদ্দিন অন্তর্হিত হওয়ার পর, দারাবকে পেয়ে সব জ্বালা ভুলে-ছিলাম। তা যখন স্নেই আমার শোকবহ্নি আপনি স্বামী হইয়া পুনঃ উদ্দীপন আরম্ভ করেছেন, তখন আর আমার সংসারে জুড়াইবার স্থান কোথায়! (রোদন)।

বাদ। বিলক্ষণ সঙ্গতপূর্ণ কথাটা বলা হ'ল বুঝি। গেয়াসের অদৃশ্য দুঃখ ভাগটা কেবল তোমাকেই বোধ হয় ধরেছে। আমার কাছে আসে নাই, ভাল তাহলে দারাবকে বাদসা না সেজে, সন্ন্যাসী সাজ্‌তে মত্ কর্ত্তে না। (সগর্ব্বে) যাও এখনি এ স্থান ত্যাগ কর, আমার ধীর স্থির প্রতিজ্ঞা, আজ কুমারের সপ্তদিন

মিয়াদ বহির্গত, দেখি মন্ত্রীরা কি কর্ল্লে, হয় আজ সে সিংহাসনে বসে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর্ব্বে, না হয় আজ তার জল্লাদ হস্তে প্রাণবায়ু নিঃশেষ হবে—কেউ রোধ কর্ত্তে পার্ব্বে না। যাও পরিচারিকাদের ল'য়ে মহলে বিশ্রাম করগে, আমি বহির্বাটী দেখিগে কি হচ্ছে।

(প্রস্থান)।

বেগম। (ঊর্দ্ধে করজোড়ে)

দয়াময় বিশ্বস্রষ্টা জগত-পালক।
রাখহ দাসীর বার্ত্তা হে বিশ্ব-ধারক॥
তব পথে যেতে যদি দারাব আমার।
জীবনান্ত হয় প্রভু বাদসা কুমার॥
কিম্বদন্তী রবে তাহা জগত মাঝার।
ধর্ম্মপথে অধর্ম্মে না করয়ে সংহার॥
অতএব পুত্র তরে তব পদে নাথ।
সঁপিলাম জীবনেতে না কর অনাথ॥

(গীত)

অহে ভব আরাধ্য ধন।
শ্রীচরণে করে দাসী এই নিবেদন॥
তুমি জগত রঞ্জন, রাখ পুত্রের জীবন।
সঁপিলাম তব পদে পুরাও আকিঞ্চন॥
জানি তুমি দয়াময়, দয়ায় দেহ পদাশ্রয়।
করিম ভেবে এ করিম বলে, চাই তব চরণ॥ (৮)

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজ-বহির্বাটী দরবারখানা। বাদসাহ, উজির আসিল।
পশ্চাৎ দারাবকে লৌহশৃঙ্খলদ্বারা হস্তবন্ধনে ঘাতুকদ্বয় লইয়া প্রবেশ।

বাদ। উজির! একবার পূর্ণ নয়নে এই সময় কুমারের বর্ত্তমান দৃশ্য দর্শন কর। এর পর ভীষণ চিত্র সকলের নয়নে পরিলক্ষিত স্বল্পক্ষণ মধ্যে হবে। বৎস দারাব! এখনও বল্‌ছি পিতৃবাক্য লঙ্ঘন কর না। গেয়াসের অন্তর্হিতের পর তোমায় পেয়েই যে মনসাধ ঘটেছিল, তা ব্যক্ত করা নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু আজ যদি তুমি আমার পিতা হ'তে, তা হলে আমার সকল মনাক্ষেপ হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে সমর্থ হ'তে, অতএব বৎস, অকালে ঘাতুক হস্তে জীবন না দিয়ে রাজ-সিংহাসন গ্রহণ কর। আমরা দর্শনে চির আনন্দে বিভোর হই।

দারাব। পিতঃ পিতঃ! (পদধারণে) অধম পুত্রের শত শত প্রণতি গ্রহণ করুন। পিতঃ, আর আমি দারাব নহি, সেই মহাত্মা গুরুর নিকট আমি গাজিনামে খ্যাত হ'য়েছি, সুতরাং আপনিও গাজি ব'লে ডাক্‌লে আমি ধন্য হব। পিতঃ আমি আপনার সিংহাসন চাই না, উহা পৃথিবীর লালসা বৃদ্ধির ক্ষেত্রমাত্র, আমি ঐ সিংহাসনে কতকাল পর্য্যন্ত আরূঢ় থাক্‌ব, ইহা ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য সংসারে নশ্বর দেহের যাহা পালন কর্ত্তব্য, তাহা করিতে বাদশাহের প্রতিবাদ করা কি শাস্ত্রসঙ্গত সিদ্ধ, না বিচারকের ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য।

বাদ। বৎস, আমি তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যে বাধা প্রদান যে কেন কর্চ্ছি তা তুমি বুঝ্‌তে পার্চ্ছ না, বিভূচিন্তা কি রাজকার্য্য মধ্যে

হয় না বাপ। দিবসে রাজত্ব কর, এবং রাত্রিযোগে মঙ্গলময়কে ধ্যান কর, তা হলেই ত দু'কুল বজায় হ'ল, আচ্ছা আমিও তোমায় গাজি নামে ডাক্‌ছি, এখন বল দেখি যে, যা বল্লাম ইহা যুক্তিযুক্ত হয় কি নয়, তাই মত প্রকাশ কর।

দারাব। পিতঃ, কোন বিষয় সাধন সিদ্ধ করিতে হ'লে তা একটী মন না হইলে কুত্রাপি সেটী ফলিত হয় না, বিধায় আপনি বাদসাহ—সংসার মায়ায় নানা বিষয়ে জটিল লালসায় মুগ্ধ। সুতরাং আপনি এ আস্বাদের স্বাদ লইতে বা ব্যাপার বুঝিতে অক্ষম, তাই শ্রীচরণে এ হতভাগ্য পুত্র প্রার্থনা করে, দয়া ক'রে অধমকে জন্মের মত বিদায় দিন।

বাদ। শুন্‌লে মন্ত্রি, শুন্‌লে ত? আর হ'লনা পাল্লাম না, আমার আশানুরূপ বীজ ভাগ্যদোষে অঙ্কুরিত হ'লনা দেখছি। বুঝ্‌লেম, নিশ্চয় এর মধ্যে দয়াময়ের কোন মাহাত্মা গাঁথা আছে, আচ্ছা আমিও এক প্রাণে বল্‌ছি, আজ বিভুর ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আর সাধ্‌ব না, কৈ ঘাতুকগণ!

উজির। (করজোড়ে) জাঁহাপানা! ভৃত্যের ক্রটী স্বীয় কৃপায় ক্ষমা করুন, এবং দয়া ক'রে কুমারকে রক্ষা করুন। রাজন্, এইমাত্র আমার শেষ ভিক্ষা।

বাদ। তা, কখনই নয় নয়। আজ কুমারের জীবন রক্ষার্থে যে ব্যক্তি আমার নিকট প্রার্থনা কর্ব্বে, তাকেও ঐ সঙ্গে সঙ্গী হ'তে হবে সন্দেহ নাই। কৈ, এতদিন তোমরা দারাবের মত দ্বিভাব কর্ত্তে কেউ সমর্থ হয়েছ, কিছুই ফল হয় নাই, তাই বলি সবায় এখনও সাবধান হ'য়ে নিরস্ত হও।

মোছাহেবের প্রবেশ।

মো। মহীপাল! প্রণতি গ্রহণ করুন (নমস্কার)। আপনি চিরদিন এ হতভাগাকে প্রশ্রয় দিয়ে অসাবধান ক'রেছেন, কাযেই আমি আপনার সেই পরম দয়া পরবশ হ'য়ে (করজোড়ে) প্রার্থনা কর্চ্ছি; কুমারকে আমায় ভিক্ষা দিন। হায় হায়! আজ এত দিনে আমাদের সোনার গরুড়ে কি ভীষণ দৃশ্য দেখ্‌তে হবে। (রোদন)

বাদ। অহঃ বুঝেছি, তোমরা সকলেই ক্রমে ক্রমে এসে আমায় মায়া কান্নায় বশীভূত কর্ত্তে বসেছ, তা কুত্রাপি কেউ পার্ব্বে না। অতএব আর বিলম্ব করা নহে, (সগর্ব্বে) জল্লাদগণ! যাও, এখুনি এইমাত্র দারাবের মস্তক ঐ তীক্ষ্ণ অসিরদ্বারা বধ্যভূমিতে অবিলম্বে ছিন্ন করগে। সাবধান যেন অন্যথা না হয়, ও আমার পুত্র হ'লে কখনই পিতৃ আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হ'তনা, তাই বলি এইমাত্রে তোমরা আদেশ পালন কর্‌তে প্রস্তুত হও।

গীত।

শোন শোন আদেশ জল্লাদগণ এবার।
দ্বিখণ্ড কর এরে, কুমার কুলাঙ্গারে,
দেহ প্রাণ এবারে কৃতান্ত আগার॥
পুত্র হ'য়ে পিতৃবাক্য রক্ষিল না কেন,
অনাচার কভু আমি দেখি নাই হেন,
দহে তাই আমার প্রাণ,
করিম ভেবে এ করিম বলে গর্ব্ব হবে অসার॥ (১০)

বেগম ও পরিচারিকাদ্বয়ের প্রবেশ।

মোঃ। মন্ত্রি মহাশয়! ঐ দেখুন, বেগম মা পুত্রশোকে এই

স্থানেই আস্‌ছেন, অতএব, আসুন আমরা দূরে অবস্থিতি করি। জল্লাদগণ! তোমরাও কুমারকে ছেড়ে সত্বর আমাদের সঙ্গে এস।

[মোছাহেব ও উজির এবং জল্লাদদ্বয় কুমারকে বর্জ্জন করিয়া দূরে অবস্থিত।]

বেগম। হাঁরে বাছা দারাব, দয়াময়ের পথে কি এতই কণ্টক, আজ তোর স্বয়ং পিতাই শত্রু। ধন্য লীলাময়ের লীলা খেলা, বৎস রে, আর আমি তোর এই লৌহশৃঙ্খল বন্ধন দেখ্‌তে পারি নে, দেখি আয় আমি খুলে দি, (চেষ্টায় অপারক হইয়া) পার্ল্লাম না—হলনা ; আজ তোর বন্ধন দর্শনে আমার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত হচ্ছে। নিঠুর বাদসাহ! তুমি আজ কোন্ প্রাণে এ দৃশ্য দর্শনে পাষাণ হ'য়ে সহ্য কচ্ছ ? কর অগ্রে আমাকে বিনাশ ক'রে পরে আমার দারাবকে হত্যা কর। দেখি আমার সাগর ছেঁচা মাণিক বক্ষের ধন বক্ষে আয় (ক্রোড়ে লইয়া) এবার কে তোকে হত্যা করে তাই দেখি।

দারাব। ধন্য মাতৃস্নেহ, অহ ভ্রাতৃগণ দেখুন যে আজ পিতা-মাতার স্নেহ হ্রাস বৃদ্ধি কিনা তার এই ক্ষেত্রে প্রমাণ গ্রহণ করুন। মাতঃ ক্ষান্ত হও, পিতৃদেবকে তিরস্কার ক'র না, আমি যদি এই বন্ধনে ভববন্ধন হ'তে মুক্ত হতে পারি, তবে এর চেয়ে আমার ক্ষণিক বাদসাহী কিছুই নয় মা! তাই বলি, তুমি আশীর্ব্বাদ দিয়ে অন্তঃপুরে যাও, আমি দেহান্তে যেন পরম পিতার শ্রীচরণে স্থান পাই।

(অঙ্ক হইতে অবসারিত।)

বেগম। সাধু—সাধু বৎস দারাব! এখনও শুন্‌লি না, আমার হৃদয়ের জ্বালা বুঝ্‌লি না, একান্তই মাতৃহত্যা কর্ব্বি ? শোন্ বৎস আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘায়ু হ', তুই কিছুকাল ধৈর্য্য ধর্, তারপর তোর

মন-আশায় লিপ্ত হস, এক্ষণে মাতৃ আদেশ হেলা করিস নে বাপ্, সমুহ আমাদের বাসনা পূর্ণ কর, পরে পরমেশ চিন্তায় ধাবিত হস্।

গীত।

শোন শোন জীবন কুমার।
এখন আশা ত্যজি কথা রাখ মার॥
যে আশা সাধিতে বাসনা তোমার,
হবে তাহা পূর্ণ আশিস আমার,
এবে মোদের আশা, না কর নিরাশা,
করিম ভেবে এ করিম কবে হবে পার॥ (১১)

বাদ। বেশ মায়াজাল ঘটাইতে বসেছে দেখ্ছি। কৈ রাজ্ঞি দারাবকে ফিরাতে পার্লে কি, কখনই নয়, (সগর্ব্বে যাও অন্তঃপুরে যাও, এই পরিচারিকা তোরা থাকতে কেন বেগম এথা আস্‌ল, অকালে সকলের মুণ্ড খণ্ড হবে, সাবধান এই বেলা রাণীকে নিয়ে প্রস্থান কর, আর যেন এরূপ না ঘটে, কৈ কোথায় জল্লাদগণ এইমাত্র দারাবকে নিয়ে বধ্যভূমিতে গমন কর; আর বৃথা বিলম্বে নিষ্প্রয়োজন।

বেগম। হা নিষ্ঠুর স্বামি পুত্রহন্তা নরপাল, অবশেষে আমার এই কর্ম্মে। (মূর্চ্ছিত হওন)

পরিচারিকাদ্বয়। বেগম মা, উঠুনা উঠুন অন্তঃপুরে চলুন, ঐ দেখুন কুমার বর্ত্তমান, কুমারের কিছুই হয় নাই মা অন্তঃপুরে চলুন।

[বেগমকে লইয়া পরিচারিকাদ্বয়ের প্রস্থান ও জল্লাদদ্বয় আসিয়া দারাবকে গ্রহণ।]

দারাব। মাগো, অদ্য হতে হতভাগ্য পুত্রের অপরাধ মার্জ্জনা

কর। মা, আজ হ'তে তোমার সাধের দারাবের মা বোল বলা শেষ হ'ল। পিতঃ! তোমার শ্রীচরণে হতভাগ্য নমস্কার কচ্ছে, (নমস্কার)। এ হতাদৃষ্ট আদেশ-অরক্ষিত পুত্রের অপরাধ ক্ষমা কর, যাই পিতঃ এক্ষণে তোমাদের যুগলপদ দর্শন কর্ত্তে কর্ত্তে জন্মের মত বিদায় হই।

গীত।

মা, মা, যাই মা এ জীবন জনম তরে।
যাই গো পিতঃ ভব ছেড়ে আশীষ চাই জীবন ভরে॥
ভব রঙ্গের লীলাখেলা, সাঙ্গ আমার এই বেলা,
করিম ভেবে এ করিম বলে, ভাব মনে ভবপিতারে॥ (১১)

বাদ। অহঃ প্রাণ ফেটে গেল পাল্লাম না, পিতা হ'য়ে পুত্র নিপাত, ঐশ্বরিক পথে বাধাপ্রদান, কি পাপ কার্য্যে মজেছি, তাইতে উজির আদি সবায় তিরোহিত হয়েছে। এ্যা আমি বলছি কি, না—না—না—ধিক্ মায়ায় তাহলে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় কৈ, আর বিলম্ব করা নয়, যাও জল্লাদগণ এই মাত্রে কার্য্য সাধা করগে।

১ম জঃ। যে আজ্ঞে মহারাজ। (সকলের প্রস্থান)।

সপ্তম দৃশ্য।

বধ্যভূমি।

দরবেশ বালকত্রয় কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রবেশ।

কীর্ত্তন।

ভাব মন অনুক্ষণ শ্রীনাথের চরণ॥
সেই নামে বিপদগ্রস্ত, ভেবে মনে নহে সুস্থ,
ধীর মনে ডেক তাঁরে করবে উদ্ধারণ॥

দৃঢ় মনে ভজ্‌লে তাঁয়, কত ভয় বৈয়ে যায়,
করিম ভেহ্বে এ করিম বলে কর তাঁর স্মরণ॥(১২)
(প্রস্থান)।

জল্লাদদ্বয় বন্ধনদশায় দারাবকে লইয়া প্রবেশ।

দারাব। জল্লাদগণ এইত আমার বধ্যভূমি, ঐ দেখ আমার পরম বন্ধু ভ্রাতৃগণ কীর্ত্তনছলে আমায় সাবধান করে চলে গেল। এক্ষণে তোমাদের নিকট প্রার্থনা, আমার জীবন সন্ধ্যাকালে আল্লা হো রছুল শব্দটী আমার কর্ণ কুহরে উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করে বল, দেখ ভাই আমার এই অন্তিম প্রার্থনায় যেন ভুল না হয়।

১ম জঃ। বাদসাজাদা, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য, আমাদের কোন দোষ নেই, দয়া করে আমাদিগকে ক্ষমা করুন, আমরা জল্লাদ হ'লেও আপনার এই দুঃখের জন্য হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে। কিন্তু কি করি বাদসাহের হুকুন অন্যথায় সবাইকে এক যুগী হতে হবে। আমি তাই বলি, আপনি এই বেলা এই দেশ ত্যাগ করে চলে যান॥

দারাব। না না তা হবেনা, বাদসাহের হুকুন কেন, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, এই আমি একবার জন্মের মত জগৎপাতার আন্তরিক স্মরণ ল'য়ে চিরবিদায় হই।

(বলিয়া উর্দ্ধে করযোড়ে স্তব।)

জয় জয় ভবপতি, অধম অনাথ সাঁথি,
দেহ মোরে তব পদাশ্রয়।
তব নাম স্মরি মনে, চলি এবে অন্তধামে,
রাখ পদে ওহে দয়াময়॥

(মূর্চ্ছিত হওন)।

১ম জঃ। অঃ বাবা নিজে নিজে ম'ল নাকি, ব্রেপারটা বড়

হাবিজাবি বলে বোধ হচ্ছে। এই খানিক অগ্রে দরবেশ বালক গুলো কি কি বলতে বলতে চলে গেল, এই বেলা কাজ ফর্সা কর্ত্তে হবে। রে বেটা দেনা একটা চোট, চুকে যাক, আবা হা করে রৈলি যে কোপ মারনা, দেখিস্ কি, কাজ সেরে ফেল।

২য় জঃ। (তোত্‌লা ভাবে) কি কি কি কি বলছ গো, ক, অ, ক, অ কর্ণমূলীতে কাকা আ আনে ধা পা লেগেছে বাবা। প প অ পষ্ট বলে ফেল।

১ম জঃ। জ্বালালে বেটা জ্বালালে, একটা কোপ বসিয়ে দেনা বুঝছিস্‌না বলছি কি, কেটে ফেল্।

২য় জঃ। হে এ এ এ এখানে বস্‌তে বলছ, আচ্ছা তাই বস্‌ছি। (উপবেশন)।

১ম জঃ। নাঃ হলনা নিজেই কাজ শেষ কর্ত্তে হ'ল দেখছি। দে বেটা খাঁড়া দে (খাঁড়া লইয়া) দোহাই বাবা ধর্ম্মদেব, আমার কোন দোষ নেই, হুকুমের মত এই খাঁড়ার আঘাত, (তথাকরণ) বাবা কি তেলেছ্‌গাং কাজ সেরেছে ঠিক যাদু গো ঠিক যাদু, আচ্ছা আবার দেখি, আমি একটা তুক্কা ঝেড়ে যাদুবানটা কেটে দি, থুবির থুড়ি তুক্কা মার, খাঁড়ার কোপ এপার ওপার, (খাঁড়ায় ফুংকার দিয়া পুনঃ আঘাত বৃথা হইয়া) এই দফা শেষ আমার, সব খাঁড়ার ধার দেখ্‌চি বেঁকিয়ে গিয়েছে, এখন ত আমি গিয়েছি, প্রথম প্রথম কোপ দিলেই দফা রফা হ'ত, তা এই হাবাবেটা খণ্ডই সব পণ্ড কল্লে। এটায় আর আস্ত রাখা হবেনা। (২য় জল্লাদকে পদাঘাত করতঃ) বের বেটা বের তুই কল্লি কি, এখন উঠামাত্র যে আমার মাথা চিবিয়ে খাবে, উপায় কি।

২য় জঃ। উ উ উ উপায় এখন ঐ পায়, হেহে এখন থেমে

যাও বাবা, অ অ অমন বেহেসাব লা আঃ থী মেরনা, ওটা ঠি ই ই ঠিক ভুতাস্ত পীরশোনাতি লোক, অ অ ঐ দেখ উঠে পড়ল, ছে ছে ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি, মা মা মার ভোঁ দৌড়, ঘা ঘা ঘামদিয়ে জ্বর ছাড়ুক বাবা, এ এ এই বেলা লম্বাটান। (বেগে প্রস্থান)।

দারাব। (উঠিয়া উপবেশন) ধন্য লীলাময় শত শত ধন্য তোমায়, যে অদ্য আমার জল্লাদ হস্তে জীবন রক্ষা কর্‌লে, ভয় নাই জল্লাদগণ, তোমরা এই মাত্র বাদসাহ সমীপে গিয়া সবিস্তার ব্যক্ত করগে, আমি এই অবস্থায় ঐবন্দিখানায় অবস্থিতি কর্চ্ছি, এর পর যা আদেশ হয় তাইতেই হাজির আছি।

১ম জঃ। দোহাই বাবা, তোমার পায়ে পড়ি অপরাধ ক্ষমা কর, যেন পলাইওনা বাপু, এই আমি তোমার আদেশেই হুজুরে সংবাদ দিতে চল্লাম। (উভয়ের প্রস্থান)।

অষ্টম দৃশ্য।

রাজবিচার স্থান।

বাদসাহ ও উজির আসিল।

বাদ। উজির! সমস্তই স্বপ্নবৎ বলে জ্ঞান হচ্ছে। তীক্ষ্ণ অসিদ্বারা, দারাবের শিরশ্ছেদ হ'লনা, বলত এটা কি যাদু তেলেছ মাৎ নয়। আচ্ছা দেখি এবার সে কি করে জীবন রক্ষা করে, তুমি এই মাত্র গিয়ে উহাকে আস্ত হলাহল পান করাও গে, দেখ্‌বে যদি তাহাতেও ওর প্রাণ বিসর্জ্জন না হয়, তবে হস্তিচালকদ্বারা শতমাতঙ্গের পদনিম্নে নিক্ষেপ করে দেহ বসুন্ধরায় বিলীন করগে, সাবধান আমার আদেশের বিন্দুমাত্র বিষয় অবহেলিত না হয়, যাও এখন।

উজির। মহারাজ আপনার আদেশ শিরোধার্য্য, কিন্তু একটী নিবেদন এই, আমার জ্ঞান বিশ্বাসে কুমার সাধক সিদ্ধ পুরুষ, স্নতরাং বর্ত্তমান আদেশে কতদুর কৃতকার্য্য হব ভরসা নাই, তবে জাঁহাপানার আদেশ রক্ষার্থে এই মাত্র বিদায় হলেম।

(প্রস্থান)।

কালুর প্রবেশ।

কালু। পিতঃ! শ্রীচরণের পদধূলি এ দাসকে প্রদান করুন। (হস্তে পদচুম্বন) আপনার হতভাগা এই পুষ্যপুত্র, আজ ভ্রাতা দারাবের জীবন্ ভিক্ষার্থে করযোড়ে নিবেদন কর্‌ছে, দয়া করে অধমকে হতাশ কর্‌বেন না, এইটী নিবেদন মাত্র রক্ষা করুন।

বাদ। বৎস কালুমিয়া, তোমাকে দারাবের ন্যায় স্নেহের চক্ষে আমি ও বেগম উভয়ে দেখিয়া থাকি। বিশেষ আমার প্রথম পুত্র গেয়াস্ হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ার পর, তোমাকে শিশুরূপে রাজ্ঞী তৎসময়ে পাইয়াই অনেকটা পুত্রশোক বিস্মৃত হয়েছিল, তাই তুমি অধিক স্নেহ-পাত্রের কারণ, স্নতরাং তাই বলি বৎস, দারাবের বিষয় আর কোন কথা উত্থাপন করে অপ্রিয়ভাজন হইও না। এক্ষণে নিজ মান রক্ষা ক'রে এই বেলা অন্তঃপুরে তোমার মাতার নিকট গমন কর। সাবধান যেন রাণী এই সময় এই স্থানে না আইসে, এবং তুমিও দারাবের সহিত কখনও দেখা করিও না, সাবধান, আমার আদেশ রক্ষা করিও, যাও এক্ষণে বিদায় হও বৎস।

কালু। যে আজ্ঞে পিতঃ (কিয়দ্দূর গিয়া) কোনদিকে যাব, সবদিকে আগুন লেগেছে। জানিনা আমার পিতামাতা কোথায় আছেন, অজ্ঞান শৈশব অবস্থায় বেগম মার হাতে পড়ে মানুষ হ'য়ে, ইঁহাদিকেই পিতামাতা ব'লে জানি, কপাল ক্রমে দারাবেরও নিজ

সহোদরের ন্যায় ভক্তি পেয়ে মায়াজালে বদ্ধ হ'য়েছি। এখন করি কি, বেগম মার রোদনে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, আবার দারাবের অদর্শনে দেহ জর্জ্জরিত হচ্ছে। ভাই দারাব তুমি বাদসাজাদা হ'য়ে অধমকে যে ভাতৃস্নেহে বন্ধন ক'রেছ, এবং পারমার্থিক তত্ত্বে আমায় যে তত্ত্ব পন্থা ঈষৎ বলে মন উদাস করেছ, তার কি প্রথমেই এই ফল-লাভ হ'ল ভাই। জগৎপতে রাজপুত্র দারাবকে এই বিপদ জাল হ'তে রক্ষা কর দয়াময়, এবং বাদসাহের প্রাণে শান্তি বর্ষণ কর, যাতে সমস্তই শান্তি লক্ষিত হয়, অহঃ ভাই দারাব বাদসাহের হুকুম মতে তোমার সহিত আমার আর দর্শনও ঘট্‌লনা, ভাইরে তোমার সেই মধুমাথা ভ্রাতৃ-শব্দ মনে হ'য়ে আত্মহারা হচ্ছি ভাই।

(প্রস্থান)।

গীত।

ভাই বলে ভাই দারাব আমায় ডাকরে আবার।
ভাই বার্ত্তা শুন্‌তে কথা হল বুঝি শেষ এবার॥
ভাইয়ের মতন ধন কি আছে, ভাই ছাড়া ভাই থাকেনা পিছে,
হল বুঝি ভাই ছাড়া ভাই অদৃষ্ট দোষে আমার॥
বাদসাহের আদেশ মতে, না পাই যে তোমায় দেখিতে,
(বুঝি জীবন জনমমতে)
করিম ভেবে এ করিম বলে, আশা কর না পরিহার॥ (১৩)

উজিরের প্রবেশ।

উজির। মহারাজ সমস্ত চেষ্টা বৃথা হল, প্রথমে হলাহল পানে ত কিছুই হ'ল না, তৎপর হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করে পদদলিতেও কোন ফল হয় নাই, উপরন্তু কুমারকে মাতঙ্গরা বিন্দুমাত্র আঘাত করা ত দূরের কথা, সমস্ত করী শুণ্ডে তুলে মাথায় করে ফির্‌তে লাগল।

তাই বলি মহারাজ, এ দাসকে ক্ষমা করুন, আর এ দৃশ্য নিতান্তই অসহনীয়।

বাদ। আচ্ছা সব সহ্য পাবে। শেষ এবার বলি শুন। এই মাত্র সমস্ত কাষ্ঠ আহারিয়দের অনুজ্ঞা কর, তারা যেন স্বল্পক্ষণ মধ্যে ঐ বধ্যভূমিতে শুষ্ক কাষ্ঠের একটী বৃহৎ স্তূপাকার প্রস্তুত করে, তৎপর তুমি উহাতে অগ্নিপ্রজ্বলিত করে আমায় সংবাদ কর্ব্বে, দেখা যাউক এবার কৃতকার্য্য হতে পারি কি না, যাও সত্বর আদেশ পালনে তৎপর হও।

উজির। বেশ কথা মহারাজ, এইবার নিজেই সমস্ত পরীক্ষা করুন, হয়ত দাসের দ্বারা কোন ত্রুটী বশতঃ কার্য্য উদ্ধার হয় নাই, জাঁহাপানা এত বিপদ হ'তে মুক্তি পেয়ে কুমার ধীর স্থির অটলভাবে বিশ্বপ্রভু ধ্যানে দণ্ডায়মান, তার আবার বিপদ অসম্ভাবী মনে হয়, তবে আপনার আদেশ রক্ষার্থে এই মাত্র দাস বিদায় হ'ল মহারাজ।

(উভয়ের প্রস্থান)।

নবম দৃশ্য।

বধ্যভূমি।

কাঠুরি কাঠুরিয়া চতুষ্টয় কাষ্ঠের বোঝা মাথায় করিয়া গীত করিতে করিতে প্রবেশ।

গীত।

কাঠঠোকরার বাচ্ছা মোরা কাঠ কাটিয়ে জীবন বাঁচাই।
দুনিয়াদারী কি ঝকমারী, মাগিমিন্‌সে মোরা করি কামাই॥
সুখ কপালের উঠেছে মাথায়, সঙ্গে রাখি প্রাণপ্রিয়ায়,
করিম ভেবে এ কারিম বলে, ঐ মনাগুনে হাবুডুবু খাই॥ (১৪)

১ম কাঃ। হ্যাঁরে ভাই, বাদসার হুকুম আছে, জল্‌দি কাঠের ভাটা তৈয়ার কর্‌লে, দেরি হবেকতো জান মারবে্‌ক, সেটাভি খিয়াল করিস।

২য় কাঃ। আরে হাঁ ভাই হাঁ, উটা ঠিকি বাৎ বলছুর্ণ। যে আপনা বেটায় জান মারেতো হামাদের জান তো এক কছুরেই মারবে। একদম্‌ মাগিমর্দ্দে কারছাট্টা, লাগাইঁহা ভাট্টা, রাখ্‌দে নক্‌ড়ি, কামালে বাহুড়ি, বাদসাকে হুকুম কর্‌লে মালুম, লাগাদে আগ, জলদিছে ভাগ।

[সকলের লক্‌ড়ি কাষ্ঠ স্তূপাকার করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করণ।]

১ম কাঃ স্ত্রী। বাপ্‌রে, হামার লড়কাগুলা ডেরায় কি.খাইছে, শেষরাত্রি বন্‌মে গিছি, এত্তা ওক্ত কি হইছে কোন জানে, একদিন মর্দ্দানারা কামাইতে হামাকে ছুড়বে না, কেৎনা কামাইবু আর কেৎনা দিনমে ওগুলা মানুছ হবে।

১ম কাঃ। আরে চোপ মাগী চোপ! হরদিন ঐ বাৎ, ফিন্‌ বাৎ কর্‌বি ত আভি লাথ খাবি। তোহার ছাইলা গুলাই ত ছব খাইয়ে, কেৎনা কামাইবু আর তোন লোগকে দিবু, হুনিয়া আন্ডি বুড়্‌ঢা হরছাল আকাল, কি মতিন রোজগার কর্ব্ব, জরা হুসিয়ারছে বাৎ কার, নাইত আভি মর্দ্দানী ঝাড় দেবু। খাবি চিকণ পর্‌বি মোটা, ঘর দিবু ছোটা ছোটা, এইত আছলি বাৎ আওর কি।

১ম কাঃ স্ত্রী। হামিত আপনা নছিবকে বাৎ কইছি, তুহাক কওন বাৎ কর্লেরে, এত্‌না ছাত্‌ ছাত্‌ কামাইবু তব্‌ভি হরওক্ত গরমি, একদম নরমি নাই, আরে ভাতার আভি হামাক ছোড়্‌দে, চল বহিন চল হাম্‌রা আপনা লেড়কা নিয়ে দোছরা কামাই দেখি।

২য় কাঃ স্ত্রী। আরে বহিন ওরা দুভাই অমনি মিনছে আছে, একদম জান বেজার বন্‌ছে, কেৎনা ভাগাছৈবু চল ভাগ হিয়াছে।

(দুইভগ্নি প্রস্থান)।

১ম কাঃ। হেরে ভাই জান ভাগলোরে, আভি ধর ধর নাইত বোনমে ঘুচবে। হয়রান বনবি, পাকড়লে আভি।

১ম কাঃ। আরে ভাইয়া যাইবে কাঁহা ফান পাতিয়া ধর্‌বু, ছবর কর, আরে রাহ রাহ কছুর বন্‌ছে, ছোড়দে ছোড়দে থামিয়া বাৎ ছোন, জারা মেয়াতি মান্‌লে।

(সুরে)

২য় কাঃ। আরে ও প্রাণপ্রিয়ারে মোদের ছেড়ে যাবি কাহার কাছে।

১ম কাঃ। আভি চলেক্ মেরে জানিরে যাহা যাবু চল্‌বু পিছে পিছে। (উভয়ের প্রস্থান)।

দারাবকে পূর্ব্বাবস্থায় বন্ধনভাবে জল্লাদদ্বয় লইয়া প্রবেশ।

২য় জঃ। হাঃ হাঃ করে আগুন ধরে গিছে বাবা। এ এ এখন কিবা হুকুম হয়, অ অ অ ঐ দেখ বাদসা এ—সে পড়ল।

১ম জঃ। চোপকর বেটা চোপকর, আদব খেয়েছিস্ নাকি।

২য় জঃ। আঃ আঃ আগুন দেখে আদব চলে গিছে বাবা, এ এ এখন চু উ উ চুকে গিছি মাফ কর।

বাদসাহ ও উজির আসিল।

বাদ। বৎস দারাব, আর তোমাকে তোসামুদি কর্‌বনা, দেখি এবার তুমি কোন্ যাদু মন্ত্রে বা কি নামের বলে এই মহা অগ্নিমধ্যে কি কৌশলে রক্ষা পাও, তাই এবার নিজে নিরীক্ষণ কর্ত্তে এসেছি। নিশ্চয় তোমার ভবলীলার সাঙ্গ এবার, যদি এতই তুমি ঐশ্বরিক

পথে জীবন দৃঢ় করেছ, তবে আমাদের কোন প্রকার হস্তক্ষেপের আশা না করে এই মাত্র অগ্নিমধ্যে নিজে নিজে নিক্ষেপ হও, দেখি তোমার বল শক্তি কত।

দারাব। পিতঃ, আমি যাদুগির নহি, সমস্তই লীলাময়ের লীলা-খেলা, আমি যে মহৎ নামে দীক্ষিত, সে নামে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড চরাচর রাতদিন বিভুর কায়মনে ঐ গুরুর উপাসনা কর্‌ছে। আমরা মানব দেহের রিপুগণের বশীভূত, কাযেই সে পথ আমাদের বাহ্যিক চক্ষে অন্ধকার বলে বোধ হয়, যে ভাগ্যবান কপালক্রমে বহুদর্শী গুরুর পদলাভ করেছে, সেই ওপথের সুধাভাণ্ড লাভ করেছে সন্দেহ নাই। ইহা আপনার বা আমার জ্ঞানের বাহির বিষয়, পিতঃ জানিনা যে আমি কেন, বার বার মৃত্যু হ'তে কি জন্য বেঁচেছি। এবার নিশ্চয় আমার জীবনবায়ু নিঃশেষ হবে, তাই যাবার সময় আমার শেষ নিবেদন, আমার এই বার্ত্তা যেন জননীর গোচর না হয়, এক্ষণে আপনারা সবাই একবার মনভরে জগৎ পিতার এবং তাঁর শেষ * পরম বন্ধুর নাম উচ্চারণ করুন, আমি শুন্‌তে শুন্‌তে আনন্দচিত্তে জন্মের মত চির বিদায় হই।

গীত।

যাবার সময় এইটী নিবেদন, বলি মনের বেদন।
জননীরে আমার বাক্য, না ব'ল পিতঃ রেখ বচন॥
কর সবে দয়াময়ের নাম, সহ তাঁর বন্ধু অনুপম, (*)
(জীবন মনোরম)
করিম ভেবে এ করিম বলে, ধন্য তুমি সাধনের ধন॥ (১৫)

(*) হঃ মঃ পঃ দঃ।

দারাব। (ঊর্দ্ধে করযোড়ে) নিবেদি চরণে প্রভু, জগতের স্বামী।
তব পদপ্রান্তে এই চলিনু হে আমি॥
(অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান ও গীত)।

গীত।

হেরি কি শোভা মনোরম জ্যোতি।
নয়নরে এজীবনে দেখ সম্প্রতি॥
মেলি সবে দেখ নয়ন, বিধির কিবা ঘটন,
দয়াময়ের দয়ায় অগ্নি, নির্ব্বাণ এখন,
এবে নাই বহ্নির জ্বলন, সবে কর দরশন,
বদন ভরে ডাক তাঁরে অতি (একবার)॥
অনল সব পুষ্পময়, দেখি কিবা শোভা তায়,
নিরুপায়ের উপায় ধন্য ধাতায়,
আর কি বলি তব খ্যাতি, স্থির নয় মম মতি,
করিম ভেবে এ করিম পাবে কি স্থিতি॥ (১৬)

বাদ। নিতান্ত নিরুপায় হলেম দেখ্‌ছি। কি অলৌকিক ঘটনা, দারাবকে অগ্নিও স্পর্শ কর্ল্লে না দেখলাম, উপরন্তু সমস্ত অগ্নি প্রখররূপা এককালীন নির্ব্বাপিত হল, আচ্ছা এইবার আমার শেষ পরীক্ষা অগ্রেই মনে যোটনা করে রেখেছি, সেই কর্ত্তে হ'ল। মন্ত্রি তুমি এইমাত্র জল্লাদদের দ্বারা বন্দিখানা হ'তে একটী শত মণ শীলাখণ্ড আনয়ন কর, আমি ওর বক্ষে বেঁধে দিয়ে জলধিতে নিক্ষেপ কর্ব্ব, দেখি এবার কি ক'রে দুরাত্মা রক্ষা পায়, কৃতান্ত গ্রহণ করে কিনা তাই দেখি।

উজির। জাঁহাপানা কুমারকে দুরাত্মা বলবেন না, উনি মহাত্মা, আমি পাপাত্মা হয়ে মহারাজের আদেশ মত ঐ পরম

সাধুকে কত যাতনা দিয়েছি, তাই বলি মহারাজ এই হৈতেই কুমারকে ক্ষমা করুন।

বাদ। সাবধান, তা যখন কর্ত্তে হয় কর্ব্ব, সফরির ন্যায় তোমাকে তার মধ্যস্থ কর্ত্তে হবে না, যা বলি তাই কর্ত্তে প্রস্তুত হও। অন্যথায় দূর হও সাম্‌নে হ'তে।

উজির। যে আজ্ঞা মহারাজ! জল্লাদগণ, এইমাত্র জেলখানা হ'তে একটী শত মণ শীলাখণ্ড আনয়ন কর। দেখ, কালবিলম্ব না হয়।

২য় জঃ। যে—যে—যে—আজ্ঞা এই চল্লাম (দূরে গিয়া) ভা ভা ভালা উজিরি বুদ্ধি বাবা, ন ন নকড়ি দিয়ে সাপ খেল্লে, কো কো কোৎকার জন্য পে পে পেছে থেকে দূর হ'তে হুকুম, উ, উ, উদর পিণ্ডি বুদর ঘাড়ে বাবা।

১ম জঃ। নে বেটা আর বক্ বক্ করিস্ নে।

২য় জঃ। তা তা তাই কচ্ছি বাবা, অ অ অমন বেটা বেটা য য যখন তখন বল কেন। (জল্লাদদ্বয়ের প্রস্থান।)

মোছাহেবের প্রবেশ।

মোঃ। জাঁহাপানা, অভিবাদন হই (তথাকরণ) হতভাগ্য পুনঃ বহু আশা বুকে বেঁধে, নিবেদন কচ্ছে, কুমারের যথেষ্ট পরীক্ষা হয়েছে! এখন বক্ষের ধন বক্ষে ক'রে গৃহে যাই।

বাদ। কি আপদ! ক্ষান্ত হও বয়স্য। তুমি আবার কেন এ সময় এসে জুটলে, এখনি বক্ষের ধনের বক্ষ পর শত মণ শেল খ বন্ধন করা হচ্ছে দর্শন কর।

মোঃ। যথেষ্ট তৃপ্ত হলেম মহারাজ, এই আমি চল্লাম, দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। (প্রস্থান।)

জল্লাদদ্বয় ও শিলাবাহকগণ, একখণ্ড শিলা লইয়া প্রবেশ।

২য় জঃ। ধ, ধ, ধর বাবা, চেপে মর্ব্ব নাকি ? রাখ এখানে।

(ভূমিতে প্রস্তরখণ্ড রক্ষা।)

বাদ। দারাব, এক্ষণে ভগ্‌ধ্যান হইতে জাগরিত হও, এবং ঐ শিলাখণ্ড পর শয়ন করে এবার নিত্যধামে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ কর।

দারাব। (ধ্যান ভঙ্গে) চমকিতভাবে, পিতঃ, চিরবিদায় আশীর্ব্বাদ দিয়ে দিন, যেন জীবনান্তে ভবভয়হারীর পাদপদ্মে স্থান পাই, এই যাই পিতঃ (উঠিয়া) আপনার আদেশ শির ধারণে জগৎ পিতার উদ্দেশ্যে আমার গোরব্রূপী ঐ শিলাখণ্ড পর শয়ন কর্চ্ছি।

(তথাকরণ।)

গীত।

যাই পিতঃ এবে আমি, যা আদেশিছ তুমি,
রক্ষিতে তব বাক্য জীবনে।
না যেন করিংতেলন, কর যে আশীষ তেমন,
যেতে ভব পিতার সন্নিধানে॥
আমার এই আশা, না হয় যেন নিরাশা,
করিম ভেবে এ করিম বলে—ঐ চরণে॥ (১৭)

বাদ। জল্লাদগণ, তোমরা ঐ লৌহশৃঙ্খল দ্বারা দারাবের হস্ত পদ সমস্ত দেহ ভীষণ কষণী দ্বারা ঐ শিলার সহিত বন্ধন করে, সত্বর সিন্ধুবক্ষে লয়ে চল, আমার চাক্ষুষ ওকে বিসর্জ্জন কর্ত্তে হবে।

জল্লাদগণ। যে আজ্ঞে মহারাজ।

(জল্লাদগণ সকলে দারাবকে শিলাখণ্ডে বন্ধন।)

২য় জঃ। হ হ হয়েছে বাবা, আ আ আর সাড়াশব্দ নাই,

বা বা বাস্থ জ্ঞানশূন্য প্রায়, আ আ আর ভয় কি এ এ এখন ঘাড়ে করে চল, ব, ব, বলা যায় না বাবা ঘাড় চেপে ধরবে নাকি, আমি পী পী পীছে ধরি, তো তো তো তোল এখন।

(জল্লাদগণ সকলে স্কন্ধপর উত্তোলন।)

বাদ। চল মন্ত্রি, দ্রুতপদে চল, আজ দারাবকে সিন্ধুবক্ষে বিসর্জ্জন দিয়ে, সবায় শান্তি গ্রহণ করি।

উজির। শান্তি নয় মহারাজ! আজ প্রতিজ্ঞা বশে বা রাগ উন্মত্তায় বা কর্চ্ছেন, এর চিরদিন অশান্তি বক্ষ বিদীর্ণ কর্ব্বে, হায় রাজকুমার অবশেষে এই দৃশ্য দেখ্‌তে হল। (রোদন)

বাদ। মন্ত্রি, তুমি, রাজ-প্রতিনিধি হ'য়ে আমার প্রতিজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখ হ'তে বল, ধিক্ তোমার জীবনে, এস সবায়, আমার পিছে পিছে দ্রুতপদে গমন কর।

(বাদশাহের পিছে পিছে সকলের প্রস্থান)।

দশম দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর গোল আফ্‌রোজ কনিষ্ঠ বেগমের প্রবেশ।

গোল আঃ। লোকে বলে, বিধাতার মার, দুনিয়ার বার, ধর্ম্মের ঢোল আপনি বেজে উঠল, কোথায় দারাব রাজপাটে বসবে, না আজ নিজ ইচ্ছায় সিন্ধু বক্ষে জীবন দিচ্ছে। জ্বিদার লেগেছে, ভাল হউক, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ুক, মলে বাঁচি, আমার ষোলটী সন্তান সন্ততি, তাদের মধ্যে বাদশা কাউকে সিংহাসন দিতে মত কর্লে না, কেবল দারাবই মূলাধার, এইজন্য গেয়াসও ছার খায়ে গেছে, তার বদলে আবার একটা ডেক্‌রা কালুমিয়া যুটেচে, অধর্ম্মে সর্ব্ব নিপাত হবে, তখন আমার কোন সন্তান বাদসা না হৈয়ে

নিস্তার কি। আমি যেন কার বা বাটীর কেবা, এত ধুমধাম হ'ল একটা কথারও মালীক হলেম্ না তাইতে অভিশাঁপ লেগেছে, এখন দেখি কি হয়, দিশ না পেয়ে বিষ খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। মন্ত্রি বা জল্লাদে, কি করেছে কে জানে, তবে বাদশা অগ্নিকুণ্ডে নিজেই ছিল, আমার বোধ হয় কাষ্ঠগুলি সিক্ত ছিল তাই বেঁচে গেল, এবার আর সিন্ধুবক্ষে যমের অরুচি হ'তে পার্ব্বে না, সতিন ত এমনি চিত্তবিকারের মূল, তার সন্তান আবার নিম, নিশিন্দা, মসিন্দা চেয়েও তেঁত। কাছে ঘেঁসলে শরীর পূর্ণ তেঁত হয়ে পিত্ত জ্বলে উঠে, বাই বেশী কথা বলা ভাল নয়, যে দুটী কত্তার পরিচারিকা আছে, শুনলে তারা তিলে তাল করে তুলবে, এক্ষণে আমিও একটু চক্ষে এলাচির আতর দিয়ে, অরুচির কাঁন্না কাঁদতে, বড় বেগম সাহেবার কাছে গিয়ে একটু দুঃখ প্রকাশ করি।

(গীত।)

সতিন কি এম্নি তিত হায়।
দেখ্তে বুক্ পরাণ কাঁদে দেহ জ্বলে যায়॥
সতিনের সবি বেঁকা, কথাতে সাজে ন্যাকা,
করিম ভেবে এ করিম বলে, এ বিষয় নূতন নয়॥ (১৮)

(প্রস্থান)

অজিবাস জ্যেষ্ঠ বেগম ও পরিচারিকাদ্বয় আসিল।

১ম পঃ। বেগম মা, আর আপনি এমন ক'রে কেঁদে কেঁদে সোনার দেহ বিসর্জ্জন দিবেন না। ধৈর্য্য ধরুন বিধাতার কৃপায় নিশ্চয় কুমারের সাক্ষাৎ পাবেন, এইমাত্র ছোট বেগম মাও ত আপনায় অনেক বলে গেল মা স্থির হউন। তিনি আপনার সপত্নী হলেও কুমারের জন্য দুঃখ কচ্ছেন।

২য় পঃ। জানি আমি ছোট বেগম মার মায়াদয়া। মায়ের চেয়ে মাসিমার দয়া খুব বেশী, তা তুমি বেশ করে ভুলগে, যাক ও কথা, বেগম মা, স্বর্ণকে পোড়া দিলে যেমন উজ্জলতা বৃদ্ধি পায় তেমনি আপনার কুমার কঠিন কঠিন পরীক্ষায় উজ্জল যশকীর্ত্তি ধারণ কর্চ্ছে, কালু মিয়াও চুপে চুপে কুমারের অন্বেষণে গেছে মা, ধৈর্য্য ধরুন, আমরা বিধাতার কৃপায় নিশ্চয় এবার সুসংবাদে ধন্য হব।

বেগম। মাগো তোরা আর আমাকে প্রবোধবাক্যে ভুলাস্ নে। গেয়াস্‌কে হারা হৈয়ে ঐ মাত্রে কালুকে পেয়ে জীবন শান্ত করেছিলাম মা, আজ সময় পেয়ে সেই কালুও আমার বাছার শোকে কোথায় চলে গিয়েছে, এবার দারাব আমার অগাধ জলধি জলে চির ডুব আবর্ত্তে দিয়েছে, আর মা ফিরবে না, দারাবের শোকে আমার দেহ অবসন্নপ্রায়, তাই এখন বাছার সঙ্গী হ'তে পালে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হয়। মা যে রক্ষক সেই ভক্ষক, স্বামী ধন যখন বৈমুখ, তখন আর এ জীবনে ফল কি মা।

(গীত।)

এ জীবন ধারণ আর।
বৃথা গো মা সাধ নাই জীবনে আমার ॥
দারাব শোকে দেহ, হল অবশ্রান্ত,
আর কি পাব মা সে চাঁদে একান্ত,
(না পেলে নিতান্ত, হব জীবনান্ত),
প্রাণে কিসে পাই শান্ত, বলমা তোরা সে বৃত্তান্ত,
(এবে বুঝি বাছা আমার অন্ত) জীবন বাঁচে কিসে মা)
এবে বুঝি বাছা আমার অন্ত,

আমার বিদরে হৃদয়, স্বামী নিরদয়, এ জ্বালায় দহিতে হস্ত,
তাই ধরেছি চিতে, এ জীবন ত্যজিতে, কভু না হইব ক্ষান্ত,
(আমার দারাব কোথা মা) না পেলে নিতান্ত, হব জীবনান্ত,
করিম ভেবে এ করিম পাবে কি উদ্ধার॥ (১৯)

বেগে বাদশাহের প্রবেশ।

বাদ। মহিষী, স্থির হও স্থির হও, আত্মহত্যা শাস্ত্রসম্মত মহা-পাপ নারকী, ধীর হও, বলি শোন, কুমারের শোকাগ্নি একা তোমাকেই আক্রমণ করে নাই, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও বেষ্টিত ক'রেছে। এম প্রত্যয় না হয় বক্ষ ভেদ করে লক্ষ্য কর। অহঃ বৎস দারাব! এই পিতামাতায় শোকাগ্নিতে বিসর্জ্জিত করবার জন্যই বোধ হয় আমার প্রতিজ্ঞার বিরোধী হ'য়েছিলে। কাহারই নিষেধ আমার কর্ণে স্থান পায় নাই, তার পরিণাম ফল এই চিত্র। এস বৎস, একবার ক্রোড়ে উঠে দেখে যাও যে আজ তোমার শত্রু-রূপী পিতার বক্ষ মধ্যে কতগুলি সূচ অনায়াসে বিদ্ধ কচ্ছে। এক্ষণে তুমি এসে সেই সুধামাখা মুখে একবার পিতা বলে ডেকে সে আঘাত অন্ত কর। বৎস রে, গ্রন্থকারের গ্রন্থের বিষয় যেমন আদ্যোপান্ত স্মরণ থাকে, তেমনি তোর বাল্যকাল হইতে বর্ত্তমানে যাবদীয় বিষয় অবস্থা আমার মনে পড়ে শোকাগ্নিতে দগ্ধ হ'চ্ছি বাপ।

(রোদন।)

গীত।

আমার জীবন কুমার এস একবার কোলে।
তেমনি করে বদন ভরে চাঁদমুখে ডাক পিতা বলে॥
আমি বাছা অতি অধম, হতভাগ্য জীবনাধম,
হ'য়েছে যে ক্ষেত্র বিষম, করিম ভেবে এ করিম বলে॥ (২০)

(মোছাহেব ক্রোড়ে দারাব, মন্ত্রী ক্রোড়ে কালুমিয়াসহ দূরে প্রবেশ, বেগম ও পরিচারিকাদ্বয় দূরে অবগুণ্ঠিত হইয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান)।

মোঃ। মহারাজ! স্থির হইন, দয়াময় দয়া ক'রে আপনার জীবন কুমারকে রক্ষা ক'রেছেন। কালুমিয়াও কুমারের শোকে দেহ বিসর্জ্জন কর্ত্তে যাচ্ছিল, তাকেও কৌশলে আবদ্ধ করেছি। মহারাজ আপনার সেই শতমণ শিলাখণ্ড যাহা কুমারের দেহে বন্ধন ক'রে সিন্ধুবক্ষে নিক্ষেপ ক'রেছিলেন, সেই শিলাখণ্ড ভেলারূপী হ'য়ে এই কুমারকে বক্ষে করে ভেসে যাচ্ছিল। ধন্য মহারাজ, আপনারা যে আজ তনয়রূপে সাধক সিদ্ধ পুরুষকে পেয়েছেন। জাঁহাপানা, আজ আমরা আপনার বিনা আদেশেই কুমারদিকে লেয়ে অন্তঃপুরে দোষ স্বীকার করে এসেছি। এক্ষণে জীবনের ধন অঙ্গে ধারণ করে, আমাদের অপরাধ মার্জ্জনায় কৃতার্থ করুন।

বাদ। বয়স্য, তোমরা যে আমার এ চিত্ত বিকার কালে দারাবকে লয়ে হঠাৎ অন্তঃপুরে শান্তিদান কর্ত্তে এসেছ, এর জন্য আমি যারপর নাই পরম উল্লাসিত ও ধন্য হ'লেম। তোমাদের বাক্য যে আমি যথা সময়ে রক্ষা করি নাই, তোমরা গুণধর বলে সেবিষয় আমাকে ক্ষমা কর। বৎস দারাব, আমি ভ্রমান্ধ, তাই তোমাকে হিতাহিত অবিবেচনায় বহু কষ্ট দিয়েছি। বৎস, হতভাগ্য পিতা বলে আমার জ্ঞানকৃত অপরাধ তুমিও মার্জ্জনা কর। সচিবপ্রধান, তুমি এবং বয়স্য উভয়ে আমার ধনাগার হ'তে তুল্যরূপে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপহার গ্রহণ করগে। এবং এই মাত্র দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা আমার দারাবের সুমঙ্গল জন্য দয়াময়ের পথে গরীব দুঃখী নিঃস্বদিগকে বিতরণ করগে, দেখ কোন বিষয় ত্রুটী না হয়।

উজির। যে আজ্ঞা মহারাজ ধন্য হলেম, এক্ষণে আপনার আদেশ পালনে বিদায় হই।

(মজনুর প্রবেশ ও দূর হইতে সুরে।)

মজনু। টাকার খরচ কর্লে কিবা হয়।
ভক্তিযোগে মনের খরচ কর্লে সাধনের ফল হয়॥

বাদ। এস এস মজনু, তুমিও যে এই সময় হঠাৎ দেখা দিলে ইহাও ভাগ্যের বিষয় বটে। একদিন তুমি আমার প্রধান বিশ্বাসী রাজ-ভাণ্ডারের দ্বাররক্ষক ছিলে, হঠাৎ কার্য্য ছেড়ে সংসারত্যাগী হৈয়ে কেন তুমিও এরূপ হলে বল দেকি? না, দারাবের সহযুগী হৈয়ে, আমাকেও মজনু অর্থাৎ উন্মাদ করবার মনন করেছ? তাই—শুন্‌তে চাই।

মজনু। (সুরে) রাজবাড়ী আর ভাল লাগে কই।
জল-বিম্বের মত কেবল দেখি সবে ভেঁগে রই॥

(প্রস্থান)।

১ম পঃ (দূর হইতে) মহারাজ, বেগম্ মাও দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ঐ যোগে, পরম পিতার শেষ পরম বন্ধুর নাম উদ্দেশে বিতরণ কর্ত্তে অনুমতি কচ্ছেন।

বাদ। তাই করা হউক মন্ত্রি, অহঃ ওটি আমার ভ্রম হ'য়েছিল, মহারাণীর আদেশে পরিতোষ হলেম। অতএব যাও ভায়া বয়স্য, তোমরা উভয়ে এই আদেশ পালনে সাবধানে ব্রতি হও, এক্ষণে ঐ আমার বক্ষের ধন বক্ষে প্রদান ক'রে কৃতার্থ কর।

মোঃ। মহারাজ, বিশ্বকর্ত্তার এই নিট পথিক ধনে যে প্রদান কর্ত্তে মন চায় না। যদি এই ধনে আমার কিছুমাত্র হাত থাকত তবে কোন বেলা নিয়ে নিরুদ্দেশ হতেম, যা হউক বৎস কুমার,

একটী নিবেদন, বিশ্বপ্রভুর নিকট কেবল পিতামাতার জন্যই দুকালের মঙ্গল প্রার্থনা করনা, ঐ সঙ্গে এ জ্ঞানান্ধের জন্যও কিছু অংশ না গাইও, দেখ বৎস্য যেন নিদয় হইও না। এক্ষণে যাও মহারাজের ক্রোড়ে গিয়ে শান্তি বর্ষণ করগে।

বয়স্ত দারাবকে বাদশাহের দক্ষিণ ক্রোড়ে ও উজির কালুকে
বাম ক্রোড়ে দিয়া উভয়ে প্রস্থান।

বেগম। (দূর হইতে বাদসাহের নিকট দ্রুতগামি হইয়া দারাবকে নিজ ক্রোড়ে জোর পুর্ব্বক লইয়া) থাক থাক, আর অতটা অলিক মায়া দেখাতে হবে না। বৎস দারাব একবার তোর হতভাগী মার দিকে চেয়ে দেখ দেকি, যে তোর বিহনে চন্দ্র-চট্রিকাবৎ হয়েছি, চল বৎস আর এই রাক্ষস, পুত্রহন্তা বাদসার দেশে থেকে কাজ নেই, এই বেলা দুরে পলায়ন করি।

বাদ। আচ্ছা মহারাণী, তিরস্কার কর আর যাই কর, পুত্রের প্রতি কি আমার কিছুমাত্র অংশের দাবী নেই, যদি তা তোমার ন্যায় বিচারে থাকতে পারে, তবে সেই টুকুন অংশের নিমিত্ত কুমারকে আমার ক্রোড়ে প্রদান কর। কেমন এটাত বলতে পারি।

বেগম। মানবমাত্রে পিতাপুত্রে অংশের দাবী অনিবার্য্য, কিন্তু আপনার অংশ থাক্‌লেও এক্ষেত্রে অনাচারে তা লোপ পেয়ে, কুমার আপনার অস্পৃশ্য হয়েছে। সুতরাং, বৃথা আবদারে আমায় আর অশান্তি দিতে ক্রমান্বয়ে প্রয়াস কর্বেন না।

বাদ। ভাল তাই হউক, তোমার বিচারে যখন এই সাব্যস্ত হ'ল তখন তুমি শান্তি গ্রহণ কর। আর বিচ্ছেদ ঘটায়ে কায নেই, চল বৎস কালুমিয়া, আমি তোমাকে নিয়ে একটু বিশ্রাম

করি, রাজ্ঞি, তুমিও দারাবকে নিয়ে ঐ আসনে একটু আশ্বস্ত হও।

(উভয়ে উভয়কে ক্রোড়ে লইয়া দুইটী সিংহাসনে উপবেশন, ও পরিচারিকাদ্বয়ের চামর ব্যজন ও গীত।)

গীত।

কি শোভা এ রাজপুরে দেখে মন মজিল।
পেয়ে আজ রাজকুমারে মনের গেল ব্যাকুল॥
বিধির দয়া যোগদান, রাজারাণী পুণ্যবান,
করিম ভেবে এ করিম বলে, গেল ভেবে চিরকাল॥ (২১)

বেগম। দুখিনীর ধন বৎস দারাব! আর আমি তোকে চক্ষুর অন্তরাল কর্ব্বনা, দেখিস বাপ, পিতামাতায় ফাঁকি দিয়ে আর যেন কোথায় বিরাগী হৈয়ে যাসনে, বৎস কালু তুই আমার এ নব যোগীকে স্থির রাখিস্, দেখিস্ বাপ আর যেন আমরা চিত্তহারা না হই।

বাদ। চিন্তা কি রাজ্ঞি! আজি দেশ-বিদেশে এখুনি প্রচার কর্চ্ছি যে, আমার দারাবকে যেখানে যে ব্যক্তি পাবে, সে তখনি সেই মাত্রে আমার রাজধানী এনে দিয়ে, সহস্র মুদ্রা উপহার গ্রহণ কর্ব্বে। ওঃ একটা কথা ভুলে গিয়েছি, তোমায় দারাব বলে আর ডাক্‌বনা, তোমার গুরুপ্রদত্ত গাজী নামেই আহ্বান কর্ব্ব। বৎস গাজী কাঁলু, তোমরা উভয়ে আমাদের কথা রক্ষা ক'রে এস্থানেই নির্জ্জন মহলে দয়াময়ের উপাসনা কর, নাই কর্লে রাজত্ব, দেখ বৎস, আর আমাদের যেন হতাশ না করা হয় বাপ।

বেগম। হেঁরে বৎস কালুগাজী? তোরা নিস্তব্ধ কেন, কথা কচ্ছিস না যে, তোদের অন্তরে অন্তরে কি কোন যুক্তি স্থির হয়েছে, যে, পিতামাতায় অভিমানে ফাঁকি দিয়ে পালাবি, বল দেখি

তোদের মনের কথা ব্যক্ত করে। আশু আমায় পরিতোষ কর, এবং এজন্য আমার নিকট প্রতিশ্রুত হ'ও। তোদেক নিশ্চয় সত্য কর্ত্তে হবে, নইলে মন দ্বিধা হচ্ছে বাপ। তোরা এত করে বিদ্যা অর্জ্জন এবং সংগ্রাম শিক্ষা করে, তার শেষ ফল কি সবই কালস্রোতের আবর্ত্তে বিসর্জ্জন দিতে বাসনা করেছিস্? তা হলে আমাদের বাদসাহী বিষময় ধারণ করে দীন দৈন্যতা ভিন্ন কি আর দশা হবে বৎস!

দারাবঁী। মা, অত্যধিক কথা বলিলে জগৎপিতার আন্তরিক স্মরণ করার ব্যাঘাৎ-জন্মে, এবং দেহের রিপুগণ আয়ত্তাধীন কর্ত্তে সামর্থ্য পায়, তাই আমি বেশী কথা বলার বিরোধী। মাগো আমি তোমাদের ছেড়ে গেলে তো বিশ্বপিতার চক্ষু হতে অন্তরাল হতে পার্ব্বনা, তোমরাও যে জগৎমায়ের এক অংশী, তাই পুত্র হয়ে দিব্য কর্ত্তে পার্ব্বনা, বিশেষ উহা শাস্ত্র নিষিদ্ধ, মাগো আমায় ঐ বিষয় ক্ষমা কর, আমি চলে গেলে আর গৃহ ফিরতেম না, মা, এবার তোমাদের স্নেহের দায়েই ফিরে এসেছি, এই মিথ্যাজীবন শূন্য হ'লে তখন ত পুত্রকে কোনও মায়ায় রুধ্‌তে সামর্থ্য পাবে না। তাই দুদিনের ক্ষণস্থায়ী মায়ায় ধৈর্য্য ধর মা। পৃথিবীর স্বার্থে যুদ্ধবিদ্যার প্রভাবে সংগ্রামে জীব-হত্যায়, শোণিতের স্রোতে বসুন্ধরায় রঞ্জিত করে, বীরত্ব দর্শান আমার সামর্থ্য অব্যর্থ। যেহেতু আমি যমরাজের নিকট কোন অংশে সামর্থিক নহি। এক্ষণে তোমাদের স্নেহ গতিক সীমার কি হবে তাই ভাব্‌ছি মা।

গীত।

স্নেহজালে পড়েছি মা তাইত আবার এলাম ফিরে।
মায়াজালে জগৎ ঘেরা যাই কোথা মা ছিন্ন করে॥

পুত্র বলে মায়া বেঁধেছ হেথা, জীবন ছাড়িলে কেবা কার কোথা,
অলিক কান্দনা ছুদিন ঘোষণা, রবেনা রবেনা ভবপরে ॥
জগৎপিতা জগৎময়, জগৎ যে মা তাঁর মায়ায়,
করিম ভেবে এ করিম বলে, ঐ মায়া এবার দাওগো ফিরে॥(২২)

বেগম। বৎস সাধু আমার, এখন থাক ওসব কথা। দেখিস বাপ, আর যেন আমায় কাঁদাস্‌নে। তোদের গতিক দেখে আমার মন যেন বল্‌ছে, যে আবার আমি তোকে হারাব। অঞ্চলের নিধি, মনের কালি মা দূর কর, দেখ দেখি, না খেয়ে খেয়ে তোর মুখখানি কেমন শুকিয়ে গিয়েছে। এ চিত্র কি মায়ের প্রাণে সহ্য হয় বাপ, আজ তুই আমার মা হলে মনের বেদনা অনুভব কর্ত্তিস্, মহারাজ চলুন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, ভবপিতার উপাসনা শেষ করে, বৎসদ্বয়কে আজ উভয়ে আহার করাইগে।

বাদ। তাই চল প্রিয়ে, বৎসদের ভোজন দেখে আমাদের জীবনের ক্ষুধা দূর করি, এক্ষণে সত্বর চল।

(উভয়ে উভয়কে ক্রোড়ে লইয়া ও পীছে পীছে পরিচারিকাদ্বয় সহ সকলের প্রস্থান)।

একাদশ দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদের সম্মুখ সদর রাস্তা।

জল্লাদদ্বয়ের গীত করিতে করিতে প্রবেশ।

গীত।

মোরা তাই জন্মে হ'য়েছি জান্‌মার ॥
এই খাঁড়ার ঘায়ে করি এপার ওপার ॥

(১ম জঃ)। হিয়াতে শেল ভরা,

(২য়ঃ জঃ)। রে, রে, রেতে হই চোরধরা,

করিম ভেবে এ করিম পায় কিনা সার॥ (২২)

১ম জঃ। খুব রাত হ'য়েছে দেখ্‌ছি। বড়ই ঘুম ধর্‌ছে, চোকে কত হুঁকর জল দিলেম কাজ হ'চ্ছে না, তোর চোক আমি ধরি আমার চোক তুই ধর এমনি করে জেগে থাকি কেমন।

২য় জঃ। রা রা রাত শেষ প্রায় বাবা, ঘুমে পড়, কা কা কাল ত বক্‌সিস পাব, স, স, সপ্তাহ গুজরে গেছে, কু কু কুমার জাগে নেই, ত ত তখন কেটে ফেল্লে কি পেতে।

১ম জঃ। চোপ বেটা চোপ, তুইত বুঝি মাথা খাবি, যদি আবার মন ফিরে বাদসা হ'য়ে কুমার বশে, তবেইত আমায় নিয়েছে, তখন আগে এক ঘা দিলেই কাজ ফর্সা হত, এখন ত মায়ের ছেলা কোল পেয়েছে। আমি কোন দিকে দাঁড়াই বেটা তাই বল। বক্‌সিস নিবি, এখন প্রাণে বাঁচ্‌লে হয়, কি হদ্দ নাকাল হয় তাই ভাব্‌ছি।

২য় জঃ। ব ব বলা বোল, তুমি বড় গ গণ্ডগোল কর বাবা, অমন য য যখন তখন বেহেসাব বেটা বেটা কর কেন। মু মু মুখ ভাল কর, নয়ত, হে হে হে একচড়ে ঘুম ধরা ভেঙ্গে দেব।

১ম জঃ। কিরে বেটা মালমার পুঁদির ভাই, ছোট মুখে বড় রাও, এই এই মারি মারি এক চড়ে ফোঁ করে জান্ বের ক'রে দি।

২য় জঃ। আ আ আচ্ছা আয়, হ হ হ'য়ে যাক্, দে দে দেখ মারি কেমন চড়।

(উভয়ে মারামারি আরম্ভ ও সৈন্যাধ্যক্ষ সেখ আফজাল আসিল)

আফ। (অসি খুলিয়া) ক্ষান্ত হও মূঢ়দ্বয়! এখনই উভয়কে

সংহার কর্ব্ব। এই বুঝি আমার আদেশ যে নিজে নিজেই সোর করে বিবাদ কর্ব্বি, না চুপে চুপে পাহারা দিবি. যাতে কুমার কোথায় যেতে না পারেন। ভাল, এবার ক্ষমা কর্লেম, এখন হতে সাবধানে কার্য্য কর নচেৎ জীবন বাঁচা দায় হবে। রাত্রিও শেষ প্রায়, উভয়ে আমার পিছে পিছে এস।

(সকলের প্রস্থান)।

দ্বাদশ দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর।

দারাব ও কালু সাদা খিলকে ও ইজার পরিধানে প্রবেশ।

দারাব। ভ্রাতঃ কালুমিয়া, রাত্রি শেষ প্রায়, এই সময় সকলে গাঢ় নিদ্রায় আভিভূর্ত, সুতরাং আর দেরি করা নয়, এমনই সপ্তাহ কাল পিতামাতার স্নেহে পুনঃ মায়া মুগ্ধ হ'য়েছি, এতে আমাদের সাধনের ব্যাঘাত ঘট্তে পারে, অতঃপর মা চেতন হ'লে আর যাওয়া হবে না, আমাদের এই বেশ দর্শন করলে নিশ্চয় বন্দি করে রাখবে, অতএব সত্বরে যাবার পন্থা কর।

কালু। ভ্রাতঃ প্রাণের গাজী! আর বিলম্ব করা নহে, আমারও ঐ কথা, এই বেলা জগৎময়ের স্মরণ নিয়ে, পিতামাতার উদ্দেশে ভক্তি করে এখনই খিড়কির পথে চুপে চুপে বাহির হই। যদি দয়াময় দিন দেন তবে আবার পিতামাতার দর্শন হবে। হয়ত এতক্ষণ আমাদের সেই সহপাঠী দরবেশ সন্তান ভ্রাতৃরা, আমাদের জন্য ক্ষুন্নমনে সেই নিদৃষ্ট নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি কচ্ছে। অতএব এখনই চল বিদায় হই।

(সুরে)

দারাব। যাই মাতঃ জনম তরে, জগৎ পিতায় স্মরণ করে,
ক'র মোরে আশীষ পিতামহ তুমি। (অগ্রসর)

কালু। হয় যেন বাঞ্ছাপূরণ, ক'র মা আশীষ তেমন,
জীবনে বাঁচিলে আসিব আমি॥ (অগ্রসর)

দারাব। ভাই কালু ঐ শোন, দরবেশ বালকগণ আমাদের বিলম্ব দেখে খেদ করে মৃদুমধুর স্বরে ডাক্‌ছে। অতএব এস ভাই, আর বিলম্ব করা নয়, দয়াময় দয়াময়, তোমার নাম ভরসায় আশানুরূপ বৃক্ষ হৃদয়মধ্যে রোপণ করে এ দাস রাজ্য ছেড়ে বিদায় হল, এক্ষণে তুমি তাতে করুণাবারি প্রদান করতঃ সুফল ফলায়ে এ গোলামকে ধন্য কর। (উভয়ের প্রস্থান)।

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

রাজবাটীর পীছন—দূরে উপবন।

দরবেশ বালকত্রয় সুর করিয়া দারাবকে আহ্বান করিতে করিতে প্রবেশ।

(সুরে)

১ম দঃ বাঃ। এস ভাই গাজী হলে কি বেরাজী মন কি
তোমার এই।

২ বাঃ। সে যাবেনা বুঝি এ রাজ্য ছাড়ি মা তারে
দিবে কি বিদায়॥

৩বাঃ। তবে চল বিলম্ব নাই, সে এদেশ ছাড়িবে নাই,

(গাজী কালুর হঠাৎ প্রবেশ)।

গাঃ ও কালু। এই দেখ ভাই সব ছাড়িয়ে এসেছি হভাই॥

১ম দঃ বাঃ। ভাই গাজীকালু, তোমরা রাজকুমার, তোমাদের এখনও বিশ্বস্তহৃত্রে বিশ্বাস কর্ত্তে পারিনা। কাযেই সঙ্গী কর্ত্তে মনে দ্বিধা হচ্ছে। যদি একান্তই আমাদের সহিত তোমাদের মায়া জন্মে থাকে, তবে সত্য করে সেই গুরুর নিকট চল, তাঁর অনুমতি লৈয়ে সকলে নিজ নিজ কার্য্যে গমন করি।

দারাব। ভাই তথাস্তু, তোমরা যেমতে হয় পরীক্ষা লও, যখন এত বেলাও বিশ্বাস পাও নাই, তখন তোমরাই যা কর্লে প্রত্যয় পাও, তাই কর্ত্তে রাজি আছি।

১ম দঃ বাঃ। তবে এস ভাই ধন্য হলেম, ক্ষমা কর, তোমাকে যথা সময়ে পরীক্ষা করা হ'য়েছে, কেবল গুরুর আদেশ বলে তোমাকে একটু পরীক্ষা কর্লাম, এক্ষণে এস, আর সত্য করা নিষ্প্রয়োজন, সকলে হাতে ধরে একবাক্য করত জগৎময়ের স্মরণ নিয়ে বিদায় হই। এখন সবায় এস ভাই, আমরা হস্তে হস্তে ধরে সকলে আন্তরিক বন্ধুতায় আবদ্ধ হই, এস এখন।

(সকলে সারি হইয়া পরস্পর হস্ত ধারণ ও গতাগত)।

(সুরে)

চল চল বাঞ্ছা পথে এখন সবায় যাই।
বাধা বিঘ্ন দেখি মোরা কভু ফিরিব নাই॥
দয়াময় তব নাম করিয়ে স্মরণ,
চলি মোরা তব পথে কর আশা পূরণ,
করিম ভেবে এ করিম বলে ধন্য সবে ভাই॥

(সকলের প্রস্থান)।

যবনিকা পতন।

(গাজী কালু প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)।

— উপহার —

তুম্বক-প্রহসন।

পাত্রগণ।

লোছমান	...	...	জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি।
ধনপৎ	...	...	ঐ ঐ
নেছপাং	...	...	ঐ পুত্র।

পাত্রীগণ।

হুবি, ছুবি	...	...	লোছমানের স্ত্রী।
সাহাবী	...	...	ঐ মাতা।
গোলআনার	...	...	বেশ্যা।

প্রথম দৃশ্য।

লোছমানের অন্দর বাটী। লোছমান গীত করিতে প্রবেশ।

গীত।

ভাল দুটী গিন্নি মন্ মতন!
কথায় রাজী আমার নয় কখন॥
চলে যাব দিল্লি বলে, ঠাণ্ডা হব লাড্ডু খেলে,
করিম ভেবে এ করিম ক'রে বচন॥ (১)

লোছ। বাবা, দুটো গিন্নির ঝগড়ার জ্বালায় এ সুখসম্পদ একদম্ বিষময় হ'য়ে উঠেছে। এতদিন হল একটারও ছেলেপেলে হল না, রোগের ত বালাই নাই, কাযেই একবারে আস্ত সাঁড়নী হ'য়ে পড়েছে, এক কথা বল্লে সাত চড় খেতে হয়, আর গৃহে টেক্‌তে পারিনে, কেবল বৃদ্ধা মার জন্যই দায়ে পড়েছি, তা আর কি কর্ব্ব, এজন্য মাকে নগদ বিস্তর টাকা দিলেম এবং আমার স্ত্রীদ্বয়কেও দুহাজার টাকা দিয়েছি, আমার সংসার চালনার ভার সমস্ত বাহিরের প্রধান কর্ম্মচারিকে অর্পণ করা হ'য়েছে। এখন একবার মনস্থির করণার্থ, আভি দিল্লি চল যায়েগা, ছোনা হৈয় উঁহাকা লাড্ডু বহুৎ তাজ্জবি চিজ হায়, উছ্‌ক খানেছে, মেজাজ ঠাণ্ডা হোয় ত ভালা, আগর মগ'জ গরম হো যায় তো উহাঁ আচ্ছা রাণ্ডি পছনকার রূপিয়াছে হাত করেগা, পরওয়া কেয়া, মার হাতে বিস্তর টাকা র'ল চাওয়া মাত্র পাব, আর দেরি করা নয় এই সময় সরে পড়ি, নচেৎ আপদ এসে যুটে হাঙ্গামা বাধাবে।

দুবি ও ছুবির প্রবেশ।

দুবি। আর কি, আমরা এই হাঙ্গামা বেধেই এসেছি।

আমাদের আপন আপন বিবাদ সব ছোলে করেছি, তুমি গতকাল থেকে মায়ে পুত্রে কানাকানী কথা বলে চুপে চুপে কোন তীর্থ গমন কর্চ্ছ ? তোমার এই চৌদ্দ পুরুষে বিবিদের কি করে যাচ্ছ, মাত্র যে দুহাজার টাকা পায়ে ধরে দিলে, তাতে একবৎসর চলবে কেন, কিছু সম্পত্তি লিখে দাও।

ছুবি। আরে বন! মিঠা কথা ছেড়েদে, ধর ঝাঁটা, বাধা লেঠা; মহাকয় রোষ, কথা বল্ কর্কশ, দুনিয়া যে বেঁকা, আমরা কি ন্যাকা, জোর জার, মুলুক তার, মর্দ্দে দিলে বল; শেষে হবে গণ্ড গোল, মুকে কর জোর, গোলাম হবে তোর।

লোছ। আরে আমার ফুল পাঁঠিরা, সোণার থনি এ গোলাম ত তোমাদের জন্যই বেগার খেটে মর'ছে। এখন ত সব তোমাদের হ'য়েই রল, মনের সুখে চালায়ে ফিরে খাও, আমি বৎসর পর এসে আবার তোমাদের ভাতে খাড়া হব, অনর্থক সময় নষ্ট করে ফল নেই, রাস্তা ছাড় বিদায় হই।

গীত।

বিদায় দাও গো আমায় বৎসর কারণ তরে।
গোলাম হ'য়ে রবে গোলাম জীবন মতন ভরে॥
র'ল আমার সকলি ধন, ক'র তোমরা সবায় পালন,
করিম ভেবে এ করিম বলে, সংসার এম্নি যায় রে॥ (২)

ছুবি। অমন যাওয়া যাওয়া কল্লে চল্‌বেনা, আমাদের কথার ব্যবস্থা করে গমন কর, নচেৎ এই দেখ পথ বন্ধ কর্ল্লেম।

(পথ রোধ করণ)

লোছ। আচ্ছা আমি অন্য রাস্তাই যাচ্ছি, তা হবে ত সব রাস্তা ত'ম্মার বন্ধ কর্ত্তে পার্ব্বে না, কি বল।

ছুবি। কোন রাস্তাই আমাদের কথা না মান্‌লে যাওয়া ঘটবেনা, যদি খানিক পাক্ পাক্ ঘুর, তবে নিশ্চয় ছেড়ে দেব।

লোছ। আচ্ছা এই কথা ত, তাই ঘুরচি, (পাক পাক ঘুরণ) পাক পাক কুমারের চাক্, দুসতিনের ধর নাক, (৩) না গো বমি বমি হচ্ছে, দুনিয়া ঘুরে গ্যাছে। (পতন)

ছুবি। বন্ আর দেখ কি আমাদের পরামর্শের উদ্দেশ্যসিদ্ধ হ'য়েছে। এই বেলা যা যা এনেছে, সব খুলে নাও, সজ্ঞান হলে কায ব্যর্থ হবে। এস এখুনি সব খুলে নিয়ে বিদায় হই।

উভয়ে লোছমানের গাত্র অন্বেষণে, টাকা জেওর আদি
অপহরণ ও পীছনে পুটলীতে হস্ত প্রদান।

লোছমান। (সজ্ঞানে) ও বাবা, সবই ত নিলেগো, ওটা দিবনা, (উঠিয়া পুঁটলী ধারণে) পুঁটলীমে যান, হেট্ট যাও মেরে প্রাণ, (সকলে জোরা জোর এবং দুপার্শ্বে ছুবি ছুবি মধ্যে লোছমান, দুই দিকে) আচ্ছালামালেকুম ৪। (উভয়ে চড়)

(ঐ প্রকারে সকলের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(গোল আনার বেঁশ্যার বাটীর বাহির পার্শ্ব, গোল আনার, অগ্রে ও পশ্চাৎ লোছমান ও নেছপাত গীত করিতে প্রবেশ)।

গীত।

লোছ। আমি জীবন মত জীবনের সার পেয়েছি তোমায়।
নেছঃ। তুমি আমার আশা চন্দ্র পড়েছ ধরায়॥
লো। রাখব তোমায় মাথার পরে,
নেছ। হব ভৃত্য জনম তরে,
উভয়ে। করিম ভেবে এ করিম বলে, এ বিবাদ হল দায়॥ (৩)

গোল। সখাদ্বয়, তোমরা ঐ ভাবে বিবাদ করে আমায়, মিষ্ট কথায় তুষ্টের জন্য আপন আপন বল্লে চল্‌বেনা। তোমরা মাসিক আমায় কে কত টাকা দিতে পারবে, তাই ডাক কর, যার ডাক সর্ব্ব উচ্চ আমি তাহারী, সুতরাং বিবাদে নিষ্প্রয়োজন।

নেছ। আচ্ছা কুছ্‌পরওয়া নেই, মাহিনা শত টাকা।

লোছ। দুই শত টাকা।

নেছ। পাঁচ শত টাকা।

লোছ। হাজার টাকা।

গীত

হাজারে বেজার আমি নই।
লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে টাকা আমার থুই॥
টাকা মোর হাতের ময়লা,
ঝেড়ে ফেলি দলা দলা,
করিম ভেবে এ করিম বলে
টাকার বাবা কই॥ (৪)

নেছ। বছ্ ভাই হামারে ডাক্ খতম আভি। তোমারে মৎলব পূরা হো যায়। হাম চালা আভি। (প্রস্থান)

গোল্ল। আব মেল যায় রূপেয়া।

লোছ। এই নাও মেরা প্রিয়া। (টাকা প্রদান)

গোল। তব ঘরমেঁ চল যান।

লোছ। ভালা দূর হোয় পেরেশান।

(উভয়ের প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য।

লোছমানের বাটী, তুবি ছুবি ও সাহাবী আসিল।

সাহাবী। মা, তোরা দুই সতিনে যে মিলে মিসে এ হত-ভাগিকে ঘেরে আছ, এও আমার এক ভাগ্য জোর বল্‌তে হবে। দেখ লোছমান, যে টাকা আমার হাতে দিয়েছিল, সেগুলি সমস্ত ওর আদেশ মত পাঠিয়ে দিয়েছি, উপরন্ত ঐ পথে বাহিরের সম্পৃত্তি সকল গিয়ে বাহকগণ পর্য্যন্ত চলে গিছে, তা ত চক্ষে দেখতেই পাচ্ছ। এখন মাত্র তোমরাই দু'টী পুত্রবধূ, সম্পত্তি আছো, দেখিস মা তোরাও যেন ছেড়ে যাস্‌নে। কিছুদিন কষ্ট করে আমায় রক্ষা কর।

তুবি। মা আমরা ঝগড়া করি, আর ফছাদী করি, যা কর্ত্তেম, তা কেবল স্বামিধন নিয়েই হয়েছে, তবুও আমাদের আনন্দ ছিল, এখন নিরানন্দ এই যে আমাদের অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি, স্বামী হ'য়ে একটী বেশ্যায় ঢেলে দিল, আমাদের কিছু রাখলনা মা, এটা কি ক্ষোভ নয়? যাই হক্, পুনঃ হাজার টাকার জন্য চিঠী লিখেছে, তুমি আর পাই পয়সাও পাঠাও না মা। দেখ্‌বে তাহলে আপ্ নেই কিছুদিন পর বাটী আস্‌বে।

ছুবি। তাই ঠিক্ মা তাই ঠিক্। আমাদের অবস্থা লিখে পাঠাও আর টাকা দিওনা, যা আছে আমরা ঐ খেয়ে বাঁচ্‌ব, এখনও আমাদের কথা রাখ।

সাহাবী। আচ্ছা মা, তোদের কথাই রাখ্‌লেম দেখি কি হয়, তোরাই আমার পুত্র মা, চল গৃহে গিয়ে কাজকর্ম্ম দেখিগে। এবং এখুনি চিঠী লিখে পাঠিয়ে দি।

তুঃ ছুঃ। তাই চল মা তাই চল। (সকলের প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য।

গোলআনার বেশ্যার বাটী।

গোলআনার ও কাতরযুক্ত লোছমানের প্রবেশ।

লোছ। গোলআনার, আমি তোমার জন্য আমার বহু সম্পত্তি নষ্ট করেছি। এই কাতর সময় একটু শুশ্রূষা কর, আমি বাটীতে তার করেছি, টাকা আইসা মাত্র তোমার গত মাহার টাকা দিব। অহঃ জ্বরের ত্রাসে, কণ্ঠ শুষ্ক প্রায়, কথা বল্‌তে পাচ্ছি না, ভ্রমি হচ্ছে, একটু জল দাও—জল দাও। (উপবেশন)।

গোল। আচ্ছা, তোমার জন্য পুষ্করিণী কাট্‌ছি। আরে আমার আলালের ঘরের দুলাল, গত মাসের টাকা দেব দেব বলে এ মাসও কাটালে, কাজে ফাঁকি, এখন হয়েছ মেকি, আর বিশ্বাস চলবে না, এই বেলা দূর হও, নচেৎ ঝাঁটার দ্বারা ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়িয়ে বের কর্ব্ব।

লোছ। হাঁ ঝাঁটা, তুমি বিপদে সব দিকেই অগ্রসর হও, ধন্য হলেম গোলআনার, আর না, যথেষ্ট সমাদর হয়েছে, বেশ তৃপ্ত হলেম, এই এখুনি বেরুচ্ছি, আমার কাপড় ক'খানা আর ছাতাটা দাও বিদায় হই।

গোল। কিছুই নেই, ঐ দেখ সব বাহিরে ফেলে দিয়েছি, এই বেলা মান নিয়ে নিজ পথ অন্বেষণ কর। (প্রস্থান)।

লোছ। সেই ভাল কথা, এখন নিজ মান নিয়ে প্রস্থান করি, এখন যে কি রূপে দেশে যাই সেই আদৎ চিন্তা, ভ্রাতৃগণ যদি আমার মত কেহ এই ফাঁদে পড়ে থাকেন, তবে এই বেলা আমার দুর্দ্দশা দর্শনে সতর্ক হবেন।

গীত।

আমার মান ফিরে দাও মানে মানে দেশে চলে যাই।
ভাঙ্গিল পীরিতের বাসা আশাতে পড়িল ছাই॥
দেখ ভাই সব আমার দশা, করনা মনে এমন আশা,
হবে নিরাশা,
করিম ভেবে এ করিম বলে রিপুগণে হাতে রেখ ভাই॥ (৫)

পঞ্চম দৃশ্য।

সহর দিল্লী—ধনপৎবাবাজীর বাটী।

ধনপৎ আসিল।

ধন। আঃ এ-বেটা লোছমানের উপদ্রবে পড়ে, বড়ই মুস্কিলে পড়েছি, বেটা বেশ্যাবাজীতে সব নষ্ট করে এখন আমাকে খেতে বসেছে দেখছি। কেউ আর তিক্ত হৈয়ে ওকে এক মুষ্টি অন্ন দেয় না, এখন প্রতি রোজ রোজ আমি কর্ত্তায় খাবার দেই। তা আর হচ্ছেনা, আমি এক উপায় স্থির করেছি, আজ এলে উকে খাওয়ার পর, এক তুম্ব দিয়ে নিষেধ কর্ব্ব, যে আর এখানে কখনও এসনা, এই তুম্বক নিয়ে ভিক্ষা কর্ত্তে কর্ত্তে এই বেলা দেশে রাস্তা লও, নচেৎ আরও তোমার বিপদ ঘট্‌বে। ঐ দেখ বেটা হা করে খাব খাব বলে আসছে।

লোছমানের প্রবেশ।

লোছ। বাবা ধনপৎ বাবাজী, সেলাম পৌছে। (তথা করণ) বহুৎ ভূক্কা হেয় বাবা, কুচ্ খানা মেল যায়, শেকেম ভর দেঁও আওর নাম তেরে সহর মে ঢেঁঢ়্‌রা দেদেঁও।

ধন। আর তোমাকে ঢেঁঢ়্‌রা দিতে হবে না, এমনই ক্লেশ কচ্ছ,

নাম ফুটে যার, গাঁড় ফুটে তার, আজ' এসো পেট ভরে তোমায় খাওয়ায়ে দেশে যাবার ব্যবস্থা করেছি, বিদায় হও নচেৎ এখানে আর আস্‌লে খানা পাবে না, তখন আরও কষ্টে পড়বে।

লোছ। আচ্ছা বাবা, বহুৎ খুশি কি বাৎ হেয়, অহিবাৎ ছহি হাম কো বাংলা দোও, ঘর চল যাঁয়ে। হামারে মকান মে ছুবি, ছুবি, দু নারী, আওর মাহ তারি ভঁইস্ গাই, ছব হেয় বাবা, আব খবর নাইকে কেয়া হুয়া। গোল আনারনে হাম্‌কো আন্ধা কার দিয়া, তোম বাবা মেরে রাহা কর দোও, চল যাঁয়ে ঘর।

ধন। আচ্ছা তব্ জল্‌দি আও। (উভয়ের প্রস্থান)।

(নেছপাতের প্রবেশ)।

নেছ। কথা প্রকাশ কর্লে বাবার নিকট আমায় অপদস্থ হতে হবে। আমি গোলআনারের জন্য লোছমানের সহিত ডাকা ডাকিতে হারি মানিয়া, ফেরৎ হয়ে ভালই করেছিলাম। নচেৎ বোধ হয় আজ আমারও ঐ দশা হত। ঐ যে লোছমান, বাবার আদেশ মত পাগলবেশে তুম্ব নিয়ে ভিক্ষা কর্ত্তে বাহির হয়েছে, আবার আমার দিকেই আস্‌ছে দেখ্‌ছি, ওকে পরিচয় দিয়ে আর একটু লজ্জা দেই, তা হলেই আর এদিকে আস্‌বে না চলে যাবে, হয়ত আমি এখন গোলআনারকে সহজে হাত কর্ত্তে পার্‌ব।

লোছমানের তুম্বক লৈয়া ভিক্ষুক বেশে প্রবেশ।

লোছ। ঘর মে গাই লাগে ঘর ভঁইস্ লাগে ঘর
ছুবি ছুবি নারী।
চল গেয়ে নওকর ছব মেরে জাতা হেয় মাহতারি॥

(আব, এই তুম্বক ,৩) নৃর্ত্য)

নেছ। আব কহত জোওয়ান কাঁহা মে তেরে হেয়
উহ্ গেলি আনারী।
ডাক পর ডাকা মেরে ছাত রূপেয়া দিয়ে হাজারী ॥

লোছ। হাঁ ভাই মেরি (২), আব এই তুম্বক (৩), (নৃত্য)।

নেছ। আচ্ছা এই তুম্বক মে পূরা ভিক্ষা লেও, আওর দোছ্‌রা তরফ চল যাও। (ভিক্ষা প্রদান)।

লোছ। বহুৎ আচ্ছা ভাই, আব চালাহাম দেছ্।
(উভয়ের প্রস্থান)।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

লোছমানের গৃহ—খিড়কি পুষ্করণী। ভুবি ছুবি আসিল।

ভুবি। বোন! আর বোধ হয় সে আস্‌বেনা, টাকা পয়সা হাতে নেই, কি করে সে এত পথ হেঁটে আস্‌বে। পুখুরেও দাম জন্মিল দেখ্‌চি, টাকার অভাব কি করে উঠান হবে।

ছুবি। দাম জন্মে ভালই হয়েছে। বিনা পয়সায় আবরণ পক্ষিদের বাহ্য পড়ে জল অপবিত্র হবেনা এজন্য ভাবনা কি, আর আমরা যে পত্র পেলেম, সে লিখেছে আমার হাতে পয়সা মাত্র নেই, ভিক্ষা কর্ত্তে কর্ত্তে দেশে সত্বরেই আসব। দেখা যাউক কি হয়, কিছু দিন দেখে যা হয় করা যাবে।

ভুবি। ওকি বোন, দেখ দেখি উমিন্‌সেটা তুম্বক হাতে করে এদিকে চলে আসছে কেন? ফকির না পাগল?

লোছমানের প্রবেশ।

লোছ। ঘরমে গাইলাগে ঘর ভঁইস্ নাগে ঘর ভুবি ছুবি নারী।
চল গেয়ে নওকর ছব্ মেরে জীতা হেয় মাহতারী ॥
[আব্ এই তুম্বক (৩)।]

ছুবি। অ বন চিন্তে পাল্লি, এ যে আমাদের সেই ঘরের লোক, ক্ষেপেছে নাকি, হা অদৃষ্ট! শেষে এই দশা তোমার,—দেখ কি হয় ত আমাদেক হঠাৎ গ্রেপ্তার কর্বে, দৌড়ে চল শাশুড়িকে গিয়ে সমস্ত বলিগে।

(উভয়ের বেগে প্রস্থান)।

লোছ। এটা কোথায় এলেম, কাহারও অন্তঃপুরস্থ পুকুর নাকি, দুট মেয়ে মানুষ ত দেখে ভেগে গেল দেখছি, ভিক্ষা বোধ হয় দেবেনা, ঐ জাতেই ত বাবা মুলুক খেলে। যাক্ ক্লান্তও হয়েছি একটু, বসে পড়ি না কেন, ঠাণ্ডা হয়ে চলে যাব।

(পুকুরের রাস্তা সাহাবীর থালী হস্তে প্রবেশ)।

সাহাবী। আজ আবার বউ দুটা ভর রাৎ কানা-কানী কথা বলেছে, বেটা ঘরে নেই বলি বা কি, থালী গুলাও ধোয় নেই, যাক্ আমি পুকুর হতে ধুয়ে আনি।

ছুবি ছুবির প্রবেশ।

ছবি। কেয়া ধোয়েগা থালিয়া মাতা দেখলো বাহার আয়।

ছুবি। হাত্মে তুম্বক সওহর মেরা দিল্লীছে ফের আয়।

সাহাবী। চল দেখি মা চল দেখি, আমার আঁধার ঘরের মাণিককে দেখিগে।

(সকলের লোছমানের নিকট গমন)।

লোছমান। (সকলকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া)।

ঘরমে গাই লাগে ঘর ভঁইস লাগে ঘর ছবি ছুবি নারী।

চল্ গেয়ে নওকর ছয্ মেয়ে জীতা হেয় মাহতারী॥

[আব, এই তুম্বক (৩)]

সাহাবী। সত্যই ত আমার লোছমান, হারে বাপ শেষে

তোর এই দশা ঘটেছে। (লোছমানকে ধরিয়া) এখনও তোর নিজ' বাটী চিন্তে পার্চ্ছিসনে, দেখ দেকি, আমি যে তোর মা, আর এই তোর দুই স্ত্রী, সব কি ভুলে গিয়েছিস্।

লোছ। (অনেকক্ষণ দৃষ্ট করিয়া) সত্যইত আমার বাটী ঘর দেখছি, দশাক্রমে সব ভগ্নবৎ, আমার এই ত সেই সাক্ষাৎ মা জননী, আর ঐ দুই গৃহলক্ষ্মী, মা তোমার পদে ধরি, (তথা করণ) আমার অপরাধ ক্ষমা কর, (উভয় স্ত্রীর হস্ত ধরিয়া) তোমরাও আমাকে মার্জ্জনা কর।

সাহাবী। আমি তোমার সব দোষ ক্ষমা কর্লেম, এখন গৃহ মধ্য চল, বউ মা তোমরাও মনের কালী দূর কর।

দুঃ ছুঃ। মা তোমার কথা মতে আমরাও সব মাফ কর্লেম, এখন চল সবায় গৃহে যাই।

লোছ। কুকর্ম্মের ফলাফল বেশ ভোগ হচ্ছে, এর পর আরও কপালে কি ঘটবে জানিনে, রিপুগণের বশবর্ত্তী হ'য়ে এই পাকে পড়েছি, চল এক্ষণে সবায় গৃহে যাই, এই তুম্বক আমার বন্ধু, একে ছাড়বনা, যত্ন করে গৃহে রক্ষা কর্‌ব। কারণ ইহার প্রভাবেই দয়াময় আমায় দেশে এনেছেন, চল তুম্বক এখন দয়াময় ভরসায় গৃহে সকলে চলে যাই।

গীত।

মনের আশা নিভে গেল যত ছিল প্রাণেরী শক।
রিপুগণের বশে আমি চলেছিলেম পেয়ে সড়ক॥
বিধির দয়ায় আমিত ভাই, ফিরে দেশে এলেম যে তাই,
করিম ভেবে এ করিম বলে, কপাল বুঝি তুম্বক তুম্বক॥ (৩)

লোছ। মা এক্ষণে ত সবায় গৃহে যাচ্ছি। কিন্তু আমার

সম্পত্তি গুলা ত প্রায় লোপ হয়েছে, বর্ত্তমানে কিছু দিন কোথায় চাকুরি না কর্লে আমি তোমাদের ভরণপোষণ কি দিয়ে কর্ব্ব, তাই মনে কর্চ্ছি, নিকটে আমাদের জমিদার রাজবাটী, কল্য গিয়ে তথায় দেখি কোন চাকুরি পাই কি না, এতে তোমরা কি মত প্রকাশ কচ্ছ।

সাহাবী। বৎস, এটা মন্দ যুক্তি নয়। তুমি যদি নিকটে চাকুরি কর আমরা সম্মত আছি, এখন দুদিন শান্ত হও, তার পর যা হয় তাই ক'র, এক্ষণে গৃহমধ্যে চল।

লোছ। আচ্ছা মা তাই চল। (সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

রাজবাটীর সদর ফটক। দাসী আসিল।

দাসী। রাজবাটীর ছোট রাণীমা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তাঁর পানে রাজা একবার ফিরেও চান্‌না, একটী সন্তান হ'লনা বলে আরও আক্ষেপ, ছোটরাণীমার কাঁদ্‌নায় আর টেক্‌তে পারি না। রাত্রিও শেষ প্রায়, এই সময় চুপে চুপে সদর ফটক দিয়ে আজ অতিথ-শালায় গিয়ে দেখি কোন সন্ন্যাসী তাপস লোক আছে কিনা, দেখা পেলে তাকে সব কথা কেঁদে কেঁদে বলব, দেখি কোন ফল ঘটে কিম্বা, আমি না যাব কি, যে একটা নূতন লোক ঘণ্টা পেটা চাকুরি নিয়েছে, সেটা জেগেই থাকে, দেখি আজ না হয় ওকে কিছু টাকা দিয়ে চলে যাব। (অগ্রসর)

লোছমানের ঘণ্টা হস্তে প্রবেশ।

লোছ। খুব্বি ২ পা রাখলো পরির বাচ্ছা, তোমরাই ত ব্যবা মুলুক খেলে, রাজবাটির উদ্‌ভুট্টি খাওনা খেয়ে চেহেরার জোর

দেখালে চলবেনা। গোল আনারের ন্যায় বোধ হয় তুমিও একজন বটে, তা বাবা আর ভিড়ছিনা, যা হবার তা হয়েছে, দশাক্রমে যে এই রাজধানীতে ঘণ্টা পেটা চাকুরীটা ৩৲ টাকায় পেয়েছি, আর রোজ রোজ নূতন নূতন খানা খেয়ে শরীরটে ফিঁকে নিয়েছি এই একলাথ্ বলতে হবে। এতে কি আবার তোমারও চক্ষুশূল হল নাকি, তাই পষ্ট বলে ফেল, না হয় সরে পড়ি, যেমন তেমন চাকুরি দুধ ভাত্, কোন মতে দুপয়সা রোজগার হলে বাঁচি বাবা।

দাসী। দুপয়সা কেনেগো, এই দশ টাকা নাও, (তথা করণ) অমন মনে বিড় বিড় করে বক্‌ছ কি, একটু রাস্তা দাও আর কাওকে কিছু বলনা, আমি এই মাত্র অতিতশালায় থেকে একটু ঘুরে আস্‌ছি।

লোছ। এই ত বাবা যেমন তেমন চাকুরি দুধ ভাত্, এই রকম হলেইত আবার গিন্নিদের আদরে পড়ি। আমি তোমার মনের বক্‌বকানী সব্ কাণ ধরে শুনেছি, ছোটরাণিমার জন্য তোমায় কোথায় যেতে হবে না, আমি যা বলি তাই কর। ঐ আবার ঘড়ি বাজল তিন, (ঘণ্টায় আঘাত) ১।২।৩ এখন বলি শোন, রাজা রোজ রোজ এক ঘণ্টা রাত্রি থাক্‌তে ছাদের পর হাওয়ায় বিচরণ কর্ত্তে বাহির হন। আমি রাত্রি ১২টা কালে ১টা, ২টার সময় ৩টা, এইরূপে ১টী ঘণ্টা বেশী ফাজিল করিয়া বেল্ দেব, তা হলেই রাজা ২ ঘণ্টা রাত থাক্‌তে বাহির হবেন, উ দিকে বড় রাণিমা রাত্রি বেশী দেখে নিশ্চয় কপাট বন্দ কর্ব্বেন, তুমি ঐ সময় ছোটরাণিমার ঘরের কপাট একটুমাত্র খুলে রাখ্‌তে বল, রাজা বড় রাণীর কপাট বন্দ এবং রাত্রি বেশী দর্শনে নিশ্চয় ছোটরাণীমার ঘরে যাবেন, এখন পাঁচ্ শত তঙ্কা দাও, আর সময়

বুঝে আমাকে বলে যেও, আমি ছয়মাস পর্য্যন্ত ঐরূপ কর্ব্ব, দেখ্‌বে, ধর্ম্ম সহায় হলে এতেই রাণিমার মনোরথ পূর্ণ হবে সন্দেহ নাই।

দাসী। বেশ যুক্তি গো বেশ যুক্তি, আচ্ছা তোমায় প্রতি মাসিক একশত টাকা দেওয়া হ'বে, আজ এই একশত টাকা লও, তুমি পরশু দিন রাত্রি ঐরূপে ঘণ্টা বাজিও, এই টাকা ধর (তথাকরণ) আমি চল্লাম। (প্রস্থান)।

লোছ। আচ্ছা, যেমন তেমন চাকুরি দুধু ভাত; এইরূপ দয়াময় সহায় হলেই কষ্ট ঝেড়ে ফেলি আর কি।

গীত।

যেমন তেমন চাকুরি দুধ ভাতের দারী।
নিত নবিন খাই নূতন খানা দুধ সামিলে নয়ন ভরি॥
গব্য-রসের ভোজন ভিন্ন, আহার যে না হয় মান্য,
করিম ভেবে এ করিম বলে, দুধ ঘটেনা কপালে সবারি॥ (৭)

অষ্টম দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর, রাজা আসিল।

রাজা। এখনও দেখছি রাত্রি অনেক আছে, কাল বেটা ঘণ্টা পেটাকে জব্দ কর্ত্তে হবে। হয়ত সে ভুল করে বেল দেয়, আরও ২ দিন এম্নি ধারা করেছে, বড় রাণি দেখছি রাত্রি বেশী দেখে দ্বার রুদ্ধ করেছে, এখন বাধ্য হয়ে আজ আবার ছোটরাণির ঘরেই যেতে হল, হয়ত সে মনের দুঃখে ঘুমায় নেই, করি কি বড় রাণীর যে কেন বেমত হতে পারিনা, সেটা নিজেই ভেবে ঠিক পাইনা, বেটা ঘণ্টা পেটা নূতন লোক, কি আপদেই বা ফেলে,

বড়রাণী একটু টের পেলে হরিষে বিষাদ ঘটাবে, দেখি বেটায় কাল ঘণ্টা দেওয়া ভাল করে শেখাব, এখন দেখি ছোটরাণী কি কর্চ্ছে। (প্রস্থান)।

নবম দৃশ্য।

রাজবাটী—সদর ফটক।

লোহুমান ঘণ্টা হস্তে ও দাসী আসিল।

দাসী। অগো ঘণ্টা পেটা, আমাদের কপালে বা কি ঘটে, জাননা, পরের হিত কর্ত্তে নিজের মরণ দশা হয়, তাই ভাবছি, রাণীমা পূর্ণ গর্ভবতী তা ত সব্বি জান, চোরের মত সব চুপে চাপে আছি, আজ পরে কাল ছেলে প্রসব হলে যে কি বিপদ ঘটবে সেই চিন্তায় অস্থির হচ্ছি, তুমিও একটু ভেবে ভেবে উপায় স্থির কর, এই তোমার প্রাপ্য দুই শত টাকা নাও (টাকা দেওয়া) সময় হলে সত্য কথা বল, এই আমি বিদায় হলেম। (প্রস্থান)।

লোহু। চলে যাও যেমন তেমন চাকুরি দুধ ভাত, কুছপরওয়া নেই, কাম্ পড়লে হক কথা বলে ফেলব, আবার ভয়ও হচ্ছে বাবা সেই রাত্রি ১টী ঘণ্টা বেশী বাজান জন্য রাজার হুকুমে, রামচরণ দোবে, প্যারিলাল চোবে, ভবদেব মিছির, গঙ্গানাথ আহির, এই ৪ জোনায় আমায় কাণ ধরে ধাই করেছিল, সবি ত এরা বর্ত্তমান, পুনঃ হুকুম পেলে হয়ত আস্ত জান্‌টা টেনে বের কর্ব্ব। দেখি রাত্রি ত প্রভাত প্রায়, একটু বিশ্রাম করি।

(উপবেশন)

দ্রুতগতি দাসীর প্রবেশ।

দাসী। (লোছমানের হাত ধরিয়া উঠাইয়া) ওরে সর্ব্বনাশ হ'ল গো সত্বরে এস, ছোটরাণী মা একটী পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন, তাই শুনে রাজা রাণীমায় কাটতে চাচ্ছেন, আমি পায়ে পড়ে সব কথা বলেছি, রাজা অন্তঃপুরের সদর ফটকে দেড়ে আছেন, তুমি সত্বরে গিয়ে সত্যি করে সব কথা বলে ফেল, তা হলেও যদি রাজা প্রত্যয় মেনে রাণীমায় বাঁচান।

লোছ। আঃ যেমন তেমন চাকুরী দুধ-ভাত, অত ব্যস্ত হও কেন? সব কথা খুলে বল্‌ব, একটু হৃদয়টা স্থির করে নিয়ে যাচ্ছি চল।

দাসী। এস গো এস, আর দেরি করনা চলে এস।

(উভয়ের প্রস্থান)।

দশম দৃশ্য।

রাজ অন্তঃপুর, প্রথম ফটক, রাজা আসিল।

রাজা। দেখি বেটা ঘণ্টা পেটা কি প্রকার সত্য কথা বলে আমার প্রত্যয় জন্মায় দেখি। আমার মন বিশ্বাস না মান্‌লে ছোটরাণীর সঙ্গে ওদেকেও এক যোগে বিসর্জ্জন দেব, দাসীর কথায় কতকটা আমার মন বিশ্বাস মেনেছে। দেখি বেটা ঘণ্টা পেটা কি বলে, তার পর সব কথা।

লোছমান ও দাসীর প্রবেশ।

দাসী। মহারাজ অধিনীর বাক্য অপ্রত্যয় কর্লেন, এক্ষণে

এই ঘণ্টা পেটার নিকট সমস্ত দয়া করে জ্ঞাত হউন, আমি আপনার আদেশে ছোটরাণীমার জন্য পাহারায় গমন কর্চ্ছি।

(প্রস্থান)।

রাজা। বল বেটা, ঠিক ধর্ম্ম সাক্ষ্য করে বল্‌বি যে, ছোট-রাণীর সন্তান হওয়া সম্বন্ধে তুই নিট কথা কি জানিস, সত্য করে স্পষ্ট বল, নচেৎ এই অসির দ্বারা তোর মুণ্ড এখনি দ্বিখণ্ডিত হবে।

লোছ। মহারাজ প্রণাম হই, (তথাকরণ) যেমন তেমন চাকুরি দুধভাত, আপনার খেয়েই এই শরীরটা ফুলে নিয়েছি বাবা, তখন ধর্ম্ম সাক্ষ্য করে সব কথায় খুলে বল্‌ছি শুনুন, আপনি বেশ মনে করুন, আমি আজ কয়েক মাস পূর্ব্বে ছোটরাণী-মার মনকষ্ট দাসীর নিকট শ্রবণ করে, এই সকল অর্থ গ্রহণে, (টাকা দেখাইয়া) যুক্তি করিয়া মহারাজকে সময় সময় ছোটরাণী-মার ঘরে যাওয়ার নিমিত্ত, রাত্রি একটী করিয়া ঘণ্টা কোন সময় বেশী করে বাজাতেম, সে জন্য মহারাজ আমার কাণ ধরে ধাই কর্ত্তে ছাড়েন নাই। তাইতে আমার ঘণ্টার শব্দ শ্রবণে রাত্রি বেশী ভাগ থাক্‌তে, হাওয়ায় বিচরণ জন্য উঠিয়া, রাত্রি শেষ না হওয়ায় ঐ সময় ছোটরাণীমার ঘরে নিশ্চয় আপনি যাইতেন, দয়াময়, আপনার সেই কালেই পুত্র রত্ন প্রদান করেছেন সন্দেহ নাই মহারাজ। এক্ষণে পুত্রধনে দর্শন করে আমাদের রক্ষা করুন, আর দয়া করে এমন একটা খাওয়া আরম্ভ করুন, যাতে বাটির বাস্ত-ঘুঘুর ডাকে চিলাপাখী জুটে খাওয়া-বাড়ী আচ্ছন্ন করে, আবার সেই দৃশ্যে নিমন্ত্রিত বলা অবলা লোক, পালে পালে সারি দিয়া জুটে এসে উদর ভরে খেয়ে, কুমারকে আশীর্ব্বাদ দিয়ে চলে যায়। হে রাজন, আমি আপনার রাজধানীর সন্নিকটস্থ সেই প্রজা

লোছমান দাস, এতাবৎ আমার সকল অবস্থাই মহারাজের কিছু অবিদিত নাই, দশাক্রমে আজ ছদ্মবেশে ঘণ্টাপেটা চাকুরিতে আপনার দ্বারস্থ, এক্ষণে সবি ধর্ম্ম সাক্ষ্য করে বল্লাম, যা মনে ধরে কর্ত্তে পারেন রাজী আছি।

রাজা। অঃ সব বার্ত্তা মনে হয়েছে, সত্যি কথা বটে, লোছমান ধন্য হলেম, আজ তোমার মত ব্যক্তি যে দশাক্রমে আমার দ্বারস্থ হ'য়ে, এই অদ্ভুত বুদ্ধিকৌশলে যুক্তি দ্বারা বিধির কৃপায়, এই চিরস্মরণীয় মহা সন্তুষ্টির বিষয় ঘটিয়েছ, এর বিনিময়ে তুমি আমার রাজ ভাণ্ডার হ'তে এখুনি দশ সহস্র মুদ্রা উপহার গ্রহণ করগে, এবং এইমাত্র চাকুরি বর্জ্জন করে ঐ অর্থ দ্বারা নিজ বাসভূমি বিষয় আদি পূর্ব্ববৎ করগে, যাও এক্ষণে আমি কার্য্যান্তরে গমন করি। (প্রস্থান)।

লোছ। যে আজ্ঞা মহারাজ, যেমন তেমন চাকুরি দুধ ভাত, কাজ ফর্সা হল আর কি চাই বাবা, এক্ষণে পারিতোষিক নিতেও খাজাঞ্চি জটিল বাবুর কুটিল স্বভাব দূর কর্ত্তে দর উপহার দিয়ে তবে টাকা নিতে হবে। তা মাইনার টাকা নিতেই সিকি টাকা দিতে হয়েছে, যাক্ বাবা মরুক ছাড়ুক, দিয়ে থুয়ে যা পাই তাই নিয়ে এই বেলা বাটী বলে সরে পড়ি। ধন্য বিধি তোমার লীলাখেলা, বহু যত্নেও কার রত্ন লাভ হয় না, আর আমায় যে তুমি পাপী দেখেও এই বিষয়ে বুদ্ধি প্রদানে মহাদয়ায় মোহিত কলে, এর জন্য শত শত ধন্য তা কেবল তোমায় মাত্র।

ঘর গাই নাগে ঘর ভঁইস্ নাগে ঘর ছুবি ছুবি নারী।
রুপেয়া মিলা ঘরমে চালা, জীতা হেয় মাহ্তারী॥

(গেয়া, তুম্বক্ ৩)।

গীত।

বিধির এম্নি দয়া হায় রে।

দেখে মন ধাঁধাঁ লাগে কে বুঝে তাঁর কাজ্ রে।

কপাল বা কর্ম্মফলে, কার্য্য সায় না হলে,

মহতে গালী দেয় বুদ্ধিহীন বলে,—

দেখে না বিধির খেলা, মনে সব করে হেলা,

করিম ভেবে এ করিম বলে, পাই কিসে নিস্তার রে॥ (৮)

লোছ। এই রাজ বাটির দাসীর দ্বারা যখন এতগুলি টাকা পেলাম, তখন ওর আর গুপ্ত প্রেম প্রকাশ করে লজ্জা দিব না; কিন্তু বেটা সন্ন্যাসীকে রাজবাটী ছাড়া কর্ব্ব। আমার সঙ্গে এক দিন ঝগ্‌ড়া হওয়ায় গোগনে গোপনে ওর সব তত্ব নিয়েছি, সন্ন্যাসী বাটী বাটী, ধর্ম্মপ্রচার করে, আর বলে যে, বিগড় বিগড় ছজ্বি বিগড় হাম্‌ত বিগড় নেই, যে ব্যক্তি পাপ কার্য্য কর্ব্বে, তারা শেষ বিচারের দিন তীক্ষ্ণযুক্ত লোহের কণ্টকময় শীংশফা বৃক্ষে শতবার উঠা নামার শাস্তি পাবে, আমি বলি এর স্বভাব দেখ্‌তে হবে। তাই সেদিন শেষ রাত্রি এই রাজ বাটীর পিছনে জঙ্গল মধ্য ওর কুটিরের দুরে থেকে দেখি, যে সন্ন্যাসী নিজ চক্ষে কাপড়ের পটি বেঁধে বেণুতে ফুঁ দিলে, অমনি সেই দাসী চুপে চুপে ওর নিকটে গিয়ে খুব বচসা নাগাল, সন্ন্যাসী বেটাই বদ, দাসী বেশ ভাল মানুষ, সে বলতে নাগ্‌ল, যে তুমি প্রচার কর যে ব্যক্তি পাপ কার্য্য করে তারা মহাপ্রলয়ের শেষ বিচারের দিন লোহের কণ্টকযুক্ত শীংশফাবৃক্ষে শতবার উঠা নামার শাস্তি পাবে, এতে কি ক'রে তুমি আমায় এই পাপে লিপ্ত কর্লে, আর কায্ নেই, অদ্য হইতেই দুজনা বিরত হই, সন্ন্যাসী বল্লে তুমি জান না সে গাছে

কত পাপী চুড়ে চড়ে কাঁটা সব পালিস হয়েছে, আমরা সড়াসড় চড়ব নামব। দেখ্‌চ না সেইজন্য চক্ষে পট্টি বেঁধেছি, পাপ লজ্জা কাছে ঘেঁস্‌বে না, ভয় কি, চলে এসো। কিন্তু আমি যখন ঐ পথ ছেড়েছি, তখন চক্ষে পড়লে সাধ্য মত চেষ্টা করে তাদিকেও রক্ষা কর্ব্ব। সন্ন্যাসীরও আস্‌বার সময় হয়েছে, এই বেলা আমার টাকা নিয়ে আসি, আজ কৌশলে ওদের পাপ প্রেম নিশ্চয় দূর কর্ব্ব।

(প্রস্থান)।

একাদশ দৃশ্য।

রাজবাটী—প্রথম কটক।

সন্ন্যাসী দূরে আসিল।

সন্ন্যাসী। (নিজমনে) এই বেটা ঘণ্টা-পেটাটা বড় যুক্তবাজ লোক, এক দিন আমার সঙ্গে খুবি ঝগ্‌ড়া হ'য়েছিল। বড়ই সন্দেহ হচ্ছে বেটা হয়ত সব খোঁজ নিয়েছে। দেখি কি হয়, তার পর যা হয় করা যাবে। (অগ্রসর, বেণু ফুৎকার ও প্রকাশ্য) বিগড়ি বিগড় ছভ্‌বি বিগড় হাম্‌ত বিগড় নেই।

দ্রুতগতি লোছমানের প্রবেশ।

লোছ। (হুঁসে) তোম্‌ ভি বিগ্‌ড়া হেয়।

সন্ন্যাসী। কব্‌রে বাবা কব্‌।

লোছ। আঁখী পর পট্টি বাঁধা বেণুফুকা যব।

সন্ন্যাসী। এইত হদ্দের বাবা হদ্‌। (করজোড়ে) আব চোপ, (ভ)।

লোছ। তব্ জল্দি আভি চল্ হিঁয়াছে, ভাগ, (৩)।

সন্ন্যাসী। ক্যায়া কিছীম্ছে খাগা বাবা বাৎলাও মোরে হক।

লোছ। চল্ মোকাম্ মে আভি দেগা তুম্বক, (৩) ॥ (৯)

(লোঃ ও সঃ কীর্ত্তন গীত)।

ইহেয় তো ছনিয়া চিড়িয়াখানা তুম্বক মত্তাফিক হাত্মে হক।
যেত্নে জীব ছব্ চিড়িমিড়ি কর্ত্তে, ফের্‌তে বিচ্মে উছ্ তুম্বক,
রাহা দেখ্যা দোও, আভিই উতার লোও,
করিমছে এ করিমকে দেল্মে উশওক ॥ (১০)

(উভয়ের প্রস্থান)।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত বহিগুলি গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

মোছলেমের পুত্রসহিদ—গীতাভিনয়, [illegible]র বিয়ে—প্রহসন সহ মূল্য মায় মাশুল মোট ১৲ টাকা।

পুত্রহত্যা বা ছোহরাব বধ- গীতাভিনয়, কলি আমল—প্রহসন সহ মায় মাশুল মূল্য ৷৷০ আনা।

শাহ গাজী কালু—গীতাভিনয়, তুম্বক—প্রহসন সহ মূল্য মায় মাশুল ১৲ টাকা।

যোগীপর্ব্ব বা রাজা মাণিকচন্দ্র--গীতাভিনয়, ও মন আশার শেষ কোথা ? ক্রমে প্রকাশিত হইবে।